চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 205 Sunday, 25 June, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২০৫ সংখ্যা ✱ ৯ আষাঢ়, ১৪৩০, রবিবার, ২৫ জুন, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া-কাটোয়া লোকালে ছিনতাইবাজের কবলে পড়লেন দুই মহিলা যাত্রী। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যুও হল সেই দুষ্কৃতীর। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ফেসবুকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তিনি। তার জেরেই গ্রেফতার বিজেপির পঞ্চায়েত প্রার্থী। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শনিবার সকালে শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল প্রতাপ পার্কে 'বলিদান স্তম্ভ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনে সামনের সারিতে ছিল সৌদি। কিন্তু হঠাৎ শোনা যাচ্ছে, ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজক হওয়ার দৌড়ে থাকছে না সৌদি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## রাজ্যের বেতন বন্ধের নির্দেশের পর স্বনিযুক্ত উপাচার্যদের তলব করলেন রাজ্যপাল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে নয়া মোড়ের আভাস। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত কি তবে আবারও তুঙ্গে উঠতে চলেছে? সূত্রের খবর, শিক্ষা প্রশাসনে আরও কড়া হতে চলেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। যে সমস্ত উপাচার্যদের তিনি নিয়োগ করেছেন, তাঁদের এবার ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, নিজের নিযুক্ত ভিসিদের নিয়ে মিটিং করবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেমন চলছে, সেটাই হতে পারে এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। 'ক্যালকাটা কমিটমেন্ট' শপথে প্রত্যেক ভিসির কাছ থেকে ছাত্রস্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার করিয়েছিলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এবার ক্যালকাটা কমিটমেন্টের পরবর্তী পর্যায় বলেই সূত্র মারফত খবর। এমনও সূত্রের দাবি, রাজভবন বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও নয়। এই বৈঠক হতে পারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যের যে সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, পদাধিকার বলে রাজ্যপালই সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য। আর এই আচার্য পদ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সঙ্গে একটা সংঘাতের ছবি দেখা গিয়েছে। আচার্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর

নাম প্রস্তাবও হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভায়। তবে প্রস্তাবটি তখনই আইন হবে, যখন তা রাজ্য বিধানসভায় বিল হিসাবে উত্থাপিত হবে। এরপর রাজ্যপালের সই হলে তা আইন হবে। আর এখানেই এখনও জটিলতা বহাল। আচার্য পদে কে বহাল হবেন তা নিয়ে যেমন রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত ইতিমধ্যেই রয়েছে। একইসঙ্গে উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও জটিলতা তুঙ্গে। সম্প্রতি ১১ জন উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। এদিকে সেই উপাচার্যদের বেতন বা ভাতা দেবে না বলে নোটিফিকেশন দেয় উচ্চ শিক্ষা দফতর। যা নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। এরইমধ্যে সূত্রের খবর, সেই স্বনিযুক্ত উপাচার্যদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অন্যদিকে পুরুলিয়ার আদ্রার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় আত্মীয়দের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন রাজ্যপাল। পুরুলিয়ার আদ্রার তৃণমূল কংগ্রেসের শহর তৃণমূল সভাপতি ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে বিস্তারিত কথা হল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। রাজ্যপালের তরফে পরিবারের সদস্যদের ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তৃণমূল নেতার সন্তানদের পড়াশোনার যাবতীয় সহযোগিতা করবেন রাজ্যপাল, খবর এমনই। পাশাপাশি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের তরফ থেকে। খবর মিলেছে, পুরুলিয়ার আদ্রার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তৃণমূল নেতারাও খুন হচ্ছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, তাদের পরিবার বা তাদের বাড়িতে কেন যাচ্ছেন না রাজ্যপাল? সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালের এই ফোন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

## বাহিনী নিয়ে 'ফ্যাসাদে' কমিশন, কোথায় কত মোতায়েন তা নিয়ে 'ধন্দ'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। যদিও প্রথম থেকে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে খুব একটা সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি কমিশনের। আদালতের হস্তক্ষেপের পর ৮২২ কোম্পানির কথা তারা জানায়। এই মর্মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আবেদন জানান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে চলেও এসেছে। রুটমার্চও শুরু করেছে তারা। তবে সূত্রের খবর, এই ৩১২৫ কোম্পানি বাহিনীর কাকে কোথায় মোতায়েন করা হবে তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি নির্বাচন কমিশন। যা নিয়ে

নতুন করে শুরু হয়েছে চাপানউতর। যাঁরা এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয় করবেন, তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কমিশনে বৈঠক করছেন। বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বৈঠক হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। যদিও এখনও কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী কোথায় কোথায় থাকবে বলেই দাবি সূত্রের। এখানেই বিরোধীদের তরফে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ৩১৫ কোম্পানি বাহিনীর মোতায়েন নিয়েই যখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে এত সময় নিচ্ছে, তখন বাকি বাহিনী এলে কী হবে? ইতিমধ্যেই বাহিনী মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে কমিশনের আইনজীবী জানিয়েছেন, বাকি বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা হয়েছে। যদিও তারও উত্তর আসেনি বলেই সূত্রের খবর। বিরোধীরা বলছে, জেলায় জেলায় মনোনয়ন দাখিল ও তা প্রত্যাহার ঘিরে অশান্তির চিত্রটা সকলেই দেখেছে। এবার যদি বাহিনী নামানো হয় অনেক ঘরছাড়া ঘরে ফিরতে পারবেন। সাধারণ মানুষের আতঙ্কও কিছুটা কমবে, দাবি তাদের। আর ভোট প্রচারেও নিরাপত্তা থাকবে। তবে সেই বাহিনী মোতায়েন নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

## প্রত্যাহার করেনি মনোনয়ন ৫৬ নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** দলের কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্ত্বেও মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি একাধিক তৃণমূল নেতা। শেষমেষ কড়া সিদ্ধান্ত তৃণমূলের। একাধিক জেলা মিলিয়ে প্রায় ৫৬ জনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল কংগ্রেস। এর মধ্যে নদীয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর আছে। নদীয়া জেলায় ২১ জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৭ জনকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিদের জন্য কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে বলা হয়, দলীয় টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, তারা আজ মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল। প্রয়োজনে বহিষ্কার করা হবে দল থেকে। এর আগে সাগরদিঘি ব্লকের চার জনকে সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূলের। পঞ্চায়েত ভোটের ইনচার্জ হিসাবে থাকা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলা মিলিয়ে প্রায় ১১৫ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। তাদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান, নির্দলের সংখ্যা ১২০ থেকে ১২৫ জন কিন্তু অনেকেই জেলা নেতৃত্বকে বলছেন এখন তারা তৃণমূলের প্রার্থীকে সমর্থন দেবেন। তমলুক সাংগঠনিক জেলায় এখনও পর্যন্ত ১৫ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৬৬টি জেলা পরিষদের আসন। ৭৭ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। আজ ১১ জন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে 'নির্দল কাঁটা' রয়ে গিয়েছে।

## সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু মমতার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এ বার ময়দানে নামছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। সোমবার থেকেই প্রচারে ঝড় তুলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে উত্তরবঙ্গে রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গে একাধিক জনসভা করার কথা তাঁর। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরেই কোচবিহারের জন্য রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সকালে কোচবিহার জেলার দক্ষিণ কোচবিহার বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত চ্যাংড়াবান্ধা এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথম জনসভা করবেন। কোচবিহারের এই জনসভা করার পর তিনি জলপাইগুড়ির মালবাজার যাবেন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মালবাজার সংলগ্ন এলাকাতেও তিনি জনসভা করতে পারেন। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় স্তরে সেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতেই কোচবিহার জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কথা। ফলে কোচবিহার জেলা নেতৃত্বের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলার তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে শুনেছি। সোমবার উনি জনসভা করতে পারেন। আমরা সেই কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি।'' জলপাইগুড়ি, মালবাজার ছাড়াও উত্তরবঙ্গে আরও কয়েকটি জনসভা করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু তৃণমূল নেত্রী নন, তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় কমান্ড অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে জনসভা করবেন বলেই জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প কেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের হাতিয়ার হিসাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলে ধরতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনা সংক্রান্ত বিষকেও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষত ১০০ দিনের গ্রামীণ প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রাখা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা টাকা বন্ধ করে দেওয়া, একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প টাকা বন্ধ করে দেওয়া নিয়েও সরব হতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্লকে ব্লকে নেতারা কীভাবে প্রচার কর্মসূচি চালাবেন, সেই সম্পর্কেও জনসভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আপাতত দু-দিনের কর্মসূচি চূড়ান্ত হলেও লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাবেন দলনেত্রী। সেই বিষয়েও প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসনিক মহল। মমতার উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তাই সাজসাজ রব।

## বাইক র‍্যালি নিষিদ্ধ, পঞ্চায়েত ভোটে গাড়ি ব্যবহার নিয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ কমিশনের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** এ বার পঞ্চায়েত নির্বাচনে গাড়ির ব্যবহার নিয়ে বিশেষ সতর্কতা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রচারের জন্য, ভোট গ্রহণের দিন এবং ফল ঘোষণার দিন প্রার্থীরা আগাম অনুমতি সাপেক্ষে কে, কতগুলি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে জেলাগুলিতে। জেলা পরিষদের প্রার্থীদের ও নির্বাচনী এজেন্টদের প্রচারে একটি মাত্র চার-চাকার গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দিষ্ট গাড়িটির নম্বর আগে থেকে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে জানিয়ে রাখতে হবে। একইরকম ভাবে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীদের প্রচার চার চাকার গাড়ি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা কমিশনের। এই দুই স্তরের প্রার্থীরা ও তার নির্বাচনী এজেন্ট রা দু-চাকা অথবা তিন চাকার গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। বাধ্যতামূলক ভাবে সেই গাড়ির নম্বর রিটার্নিং অফিসারকে জমা দিতে হবে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারে, প্রতিটি সাব ডিভিশনে একটি করে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া গোটা জেলার জন্য অতিরিক্ত আরও একটি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে।

মহকুমা শাসকের থেকে গাড়ির অনুমতি নিতে হবে। আগাম অনুমতির সাপেক্ষে রোড-শো তে চারটে গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি থাকছে। দুই, তিন ও চার চাকা মিলিয়ে চারটি গাড়ি ব্যবহারে কমিশনের ছাড়পত্র। এবার প্রচারে বাইক মিছিলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন। একই ভাবে নির্বাচনের দিন জেলা পরিষদের প্রার্থীরা একটি চার চাকার গাড়ি এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীরা একটি দু-চাকা অথবা তিন চাকার গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে। ভোটের দিন রাজনৈতিক দল গুলি দু-চাকা, তিন-চাকা অথবা চার-চাকা গাড়ি দুটির বেশি ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ি নিয়ে যত্রতত্র ঘোরাতেও নিষেধাজ্ঞা কমিশনের। এছাড়াও এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন কোনও গাড়িতেই দলীয় স্লোগান, প্রতীক, প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারমূলক কোনও ছবি ব্যবহার করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর গাড়িতে কোনওভাবেই ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা যাবে না। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও দলগুলোকে এই মর্মে জেলাশাসক, রিটার্নিং অফিসারদের নির্দেশ দিতে বলল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ কমিশনের।

## 'দুর্নীতিগ্রস্তদের সিন্ডিকেটের ফ্যামিলি গেট টুগেদার' পাটনায় বিরোধীদের বৈঠক নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** 'দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের সিন্ডিকেটের ফ্যামিলি গেট টুগেদার', বিহারের পাটনায় বিরোধী জোটের বৈঠককে ঠিক এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন, ''বছরের পর বছর জেল খাটা আসামিরা আজ পাটনায় এক সঙ্গে জড়ো হয়েছিল। এরা সবাই মিলে আগামী দিনে তিহার জেলে যাবে।'' শুভেন্দুর দাবি, বৈঠকের মূল আলোচ্য সূচি ছিল বাংলা-সহ গোটা দেশে দুর্নীতিকে বাঁচিয়ে রাখা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোদিজিকে সরানোর চেষ্টা এই প্রথম নয়, ২০১৯ এও কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার স্লোগান দিয়েছিলেন। তার ফল কি হয়েছিল সবাই দেখেছে। পাটনার বৈঠকে তৃণমূল-সহ যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ছিল তারা নিজেদের দুর্নীতিকে টিকিয়ে রাখতেই একে অপরকে ভোট দেওয়ার আবেদন করছেন। এ সব করে কোনও লাভ হবে না। দেশকে বাঁচাতে গেলে নরেন্দ্র মোদিজিকেই ভোট দিতে হবে। নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করেও শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে বলেন, ''ছবিতে দেখা গেছে গরু পাচারকারীরা পাটনায় গিয়ে লালু প্রসাদের পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নিয়েছেন। বলেছেন লালুজি, গরু পাচার তো শেষ। এ বার গো-খাদ্য চুরি করতে চাই। কিভাবে তা করব তার ট্রেনিং দিন।'' লোকসভা ভোটের আগে শুক্রবার পাটনায় বিজেপি বিরোধী দলগুলি বৈঠক বসেছিল। সেই

বৈঠকের পর একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সেখানে বিরোধী দলগুলির তরফে জানানো হয়, লোকসভা নির্বাচন জোট বেঁধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে সিমলাতে ফের বৈঠকে বসতে চলেছে তারা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, ''একসঙ্গে ভোটে লড়ার বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি হয়েছে। মল্লিকার্জুন খাড়গে মিটিং করবেন। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোথায় কোন দল লড়াই করবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'' রাহুল গান্ধি বৈঠকের বিষয়ে বলেন, ''সবার মধ্যেই ছোট বড় মতপার্থক্য থাকবে। কিন্তু নমনীয় হয়ে একসঙ্গে কাজ করব। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য এক। আরও গভীরে গিয়ে খুব শিগগিরই আলোচনা হবে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা একসঙ্গে লড়াই করব। আমরাও দেশের সন্তান। বিজেপি সরকার ইতিহাস পরিবর্তন করতে চাইছে। আমাদের রাজ্যে রাজভবনকে পৃথক একটা সরকারি কার্যালয় বানিয়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা জানি না, কিন্তু ওরা জানে। কেউ ওদের বিরুদ্ধে বললে ইডি-সিবিআই লাগিয়ে দিচ্ছে। অর্থনীতি-বেকারত্ব নিয়ে এই কেন্দ্রীয় সরকার কোনও চিন্তা করে না।''

## মণিপুরকে কাশ্মীর বানাতে চাইছেন? সব দলের প্রতিনিধি পাঠানোর দাবি তুলল তৃণমূল

**নয়াদিল্লি, ২৪ জুনঃ** শনিবার মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বৈঠকে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের ভূমিকা নিয়ে কার্যত ক্ষোভের জ্বালামুখ খুলে দিল তৃণমূল। বাংলার শাসকদলের তরফে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেখানে তৃণমূল সরাসরি এই প্রশ্ন তুলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার কি মণিপুরকে কাশ্মীর বানাতে চাইছে? একইসঙ্গে এক সপ্তাহের মধ্যে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দলকে মণিপুর পাঠানোর দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। প্রায় দু'মাস ধরে কার্যত আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ৬০ হাজারের বেশি মানুষ ভিটে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। জাতিদাঙ্গায় কার্যত প্রতিদিন পুড়ে খাঁক হচ্ছে উত্তর-পূর্বের ছোট্ট রাজ্যটি। এদিন সর্বদল বৈঠকের পর প্রেস বিবৃতিতে তৃণমূল লিখেছে, 'যখন একের পর এক হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ভূমিকা নেয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গিয়ে শুধুমাত্র ক্যাম্পে বৈঠক করেছিলেন, আর কিছু বাছাই করা লোকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপরও ঘটনাস্রোত চলছেই।' বাংলার শাসকদলের বক্তব্য, এটা শুধু মণিপুরের বিষয় নয়। পড়শি রাজ্য অসম, মেঘালয় থেকে শুরু করে সারা দেশেই এর অভিঘাত পড়ছে। ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার এ নিয়ে সরব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। তৃণমূলের বক্তব্য, স্বাধীনতার পর থেকে এ হেন হিংসা দীর্ণতা দেখেনি মণিপুর। ৫ দিনের বেশি সময় ধরে সেই রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী বলেও মনে করেন ডেরেকরা। কেন্দ্রের

উদ্দেশে তৃণমূল বলেছে, আগে দিল্লি তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করুক। কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের সংঘাতে মণিপুরে শোচনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, এখনও পর্যন্ত চার হাজারের বেশি বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার বলেও দাবি তৃণমূলের।

## পুরনিয়োগে চাঞ্চল্যকর তথ্য দফতরেরই অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে, কী বলছেন মন্ত্রী ফিরহাদ?

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** পুরনিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ। আর সেই অভিযোগের তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরইমধ্যে পুরদফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট ঘিরে নয়া মোড়। সূত্রের খবর, সেই রিপোর্টে উঠে এসেছে, নিয়ম না মেনে অন্য একটি সংস্থাকে নিয়োগসংক্রান্ত কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল। পুরনিয়োগ নিয়ে সিবিআইকে তদন্তের ভার দেয় হাইকোর্ট। অন্যদিকে এই দুর্নীতির অভিযোগকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। যুদ্ধকালীন তপরতায় শুরু হয় অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট তৈরির কাজ। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সেই রিপোর্টেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের দাবি, দফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উঠে এসেছে, পুরসভাগুলির তরফে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নিয়াগের মাপকাঠির মান্যতা দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, যে ধরনের নিয়ম-কানুন মানা উচিত, সেটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি নিয়োগের ক্ষেত্রে। তৃতীয় সংস্থা, যাকে এই নিয়োগ পদ্ধতিতে যুক্ত করার কথাই নয়, তাকে টেন্ডার মারফত ঢোকানো হয়েছে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে। যে কারণে সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি বর্তমানে আতস কাঁচের তলায় চলে এসেছে। এমনকী দফতরের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে এবং দফতরকে না জানিয়েই নিয়োগের ক্ষেত্রে 'যা খুশি তাই' করা হয়েছে বলেও দফতরের অভ্যন্তরীণ তদন্তে প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে বলে খবর। পুর নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই খোদ পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম গোটা বিষয়টি অভ্যন্তরীণভাবে খতিয়ে দেখা নির্দেশ দেন। দায়িত্ব বর্তায় তাঁরই দফতরের প্রধান সচিব-সহ অন্যান্য কর্তাদের হাতে। মন্ত্রীর কাছে নির্দেশ পাওয়ার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেন দফতরের শীর্ষ কর্তারা। সেখানেই দেখা যায়, পুরসভাগুলির তরফে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাপকাঠিকে মান্যতা না দেওয়াতেই কর্মী নিয়োগে আজ এত বড় প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ''দেখতে হবে তারা টেন্ডার মেনে প্রসেস করেছে কি না। এরপর থার্ড পার্টি কী করল তার দায়িত্ব এদের নয়। পুরসভা তাদের প্রসেস মেনে নির্দিষ্টভাবে করেছে কি না সেটাই দেখতে হবে।'' রাজ্যে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার করা হয় হুগলির প্রোমোটার অয়ন শীলকে। অয়নের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করেছিল ইডি। ওই অফিস থেকে পুরসভার বিভিন্ন পদে চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) পাওয়া গিয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন তদন্তকারীরা। ইডি মনে করছে, অয়নের সংস্থা যে সব উত্তরপত্রের মূল্যায়ণ করেছে, সে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে। কাঁচরাপাড়া, টাকি, দক্ষিণ দমদম, হালিশহর, বরানগর-সহ বহু পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অয়ন জড়িত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ১ হাজার জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে অয়ন ৪৫ কোটি টাকা তুলেছেন বলে চার্জশিটে দাবি করেছে ইডি। পুর নিয়োগের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে অয়ন ৩৫-৪০ কোটি টাকা তুলেছেন বলে ইডি সূত্রে খবর। পুর দফতরের কর্তাদের মতে, বিগত ৯-১০ বছরের কর্মী নিয়োগের যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলেই বো

## বর্ষার আগমণের অপেক্ষায় মহারাষ্ট্র, ভারী বৃষ্টিতে ভিজল বাণিজ্যনগরী মুম্বই

মুম্বই, ২৪ জুন ঃ বর্ষার আগমণের অপেক্ষায় দিন গুনছে মহারাষ্ট্র। শনিবার সকালে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। মুম্বইয়ের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের রায়গড়, থানে ও পালঘর জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালে মুম্বইয়ে অনেকটা সময় ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে মুম্বইয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যায়। শ্লথ হয়ে যায় যানবাহনের গতি।মুম্বই শহরে ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। মহারাষ্ট্রে বর্ষার আগমণে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়েছে এবার, ঘূর্ণিঝ। বিপর্যয়-এর জন্য। অবশেষে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের নানা প্রান্তে। এই বৃষ্টিকে বর্ষার বৃষ্টি বলছেন অনেকেই, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষার আগমণের বিষয়ে এখনও জানানো হয়নি।

## তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া! উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ছুরি দিয়ে দু'জনের ওপর হামলা এক যুবকের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগ।ার জেরে উত্তর-পূর্ব দিল্লির ব্রিজ পুরী এলাকায় দুই যুবকের ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালাল এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের নাম-মহম্মদ জাইদ। ২০ বছর বয়সী রাহুল এবং ১৯ বছর বয়সী সোনুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে মহম্মদ। রাহুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। অপরজন সোনু স্থিতিশীল রয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব দিল্লির ব্রিজ পুরী এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।শনিবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মোহাম্মদ জাইদ নামে এক যুবক ২০ বছর বয়সী রাহুলকে ছুরিকাঘাত করে। একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। রাহুলের ১৯ বছর বয়সী ভাই সোনুও আহত হয়েছেন। অভিযুক্ত ও আক্রান্তরা একই এলাকায় থাকে। আসামি পলাতক, তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। রাহুলের দিদি মধু বলেছেন, হামলার পিছনে কী কারণ তা আমরা জানি না, আমরা জানতে পেরেছি যে একটি তর্ক শুরু হয়েছিল এবং সে (মহম্মদ) সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাই রাহুল এবং সোনুকে আক্রমণ করেছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং আইসিইউতে এবং অন্যজন স্থিতিশীল।

## চাঞ্চল্যকর ঘটনা মৈনপুরীতে!

মৈনপুরী, ২৪ জুন ঃ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশের মৈনপুরীতে। শনিবার মৈনপুরীর গোকুলপুর আরসারা গ্রামে নিজেকে গুলি করার আগে এক ব্যক্তি তাঁর বন্ধু এবং পরিবারের চার সদস্যকে হত্যা করেছে। মৈনপুরীর পুলিশ সুপার বিনোদ কুমার বলেছেন, শনিবার সকালে পুলিশ খবর পায়, গোকুলপুর আরসারার বাসিন্দা শিব বীর যাদব (২৮) তাঁর ভাই ভুলন যাদব (২৫) এবং সোনু যাদব (২১), সোনুর স্ত্রী সোনি (২০)-কে হত্যা করেছে। এছা।াও সোনুর শ্যালক সৌরভ (২৩) ও বন্ধু দীপক (২০)-কে খুন করেছে।শিব বীর যাদব নিজের স্ত্রী ডলি (২৪) এবং মামী সুষমাকেও (৩৫) আহত করেছে। পুলিশ অফিসার বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি তারপর একটি পিস্তল দিয়ে নিজেকে গুলি করে। আহতদের মৈনপুরী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

## শ্রীনগরের শপিংমলে আগুন, দমকল কর্মী ও সেলসম্যান আহত

শ্রীনগর, ২৪ জুন ঃ আগুন লাগল শ্রীনগরের লালচকের রেগাল লেনে অবস্থিত একটি শপিং কমপ্লেক্সে। এই অগ্নিকাণ্ডে একজন দমকল কর্মী ও একজন সেলসম্যান আহত হয়েছেন। দমকল জানিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ একটি দোতলা শপিং কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, এতে দোকানদার ও গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস (এফএন্ডইএস) বিভাগকে অবহিত করে, যারা দ্রুত ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পাঠায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পরই দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। তবে, উদ্ধার অভিযানের সময়, গুলজার আহমেদ নামে একজন দমকল কর্মী এবং একজন বিক্রেতা আহত হয়েছেন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দমকল।

# ভারতের অসাধারণ অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের বিশ্বাসঃপ্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন ঃ আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার ভোররাতে ওয়াশিংটন ডিসি-র রোনাল্ড রিগান বিল্ডিংয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তৃতায় বলেছেন, ভারতের এই অসাধারণ অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের বিশ্বাস। মোদী একা কিছু করেননি, শত শত বছরের ঔপনিবেশিকতা আমাদের থেকে এই বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছিল। মোদী বলেছেন, আপনারা ভারতের প্রতিটি অর্জনে আনন্দিত হন। এখানকার সুপারমার্কেটে মেড ইন ইন্ডিয়া দেখে আপনারা গর্ব বোধ করেন। আপনারা গর্বিত বোধ করেন যখন সমগ্র বিশ্ব 'নাটু নাটু...'-এর সুরে নাচে।প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমেরিকায় 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর এত সুন্দর ছবি দেখানোর জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমেরিকায় আমি যে পরিমাণ ভালোবাসা পাচ্ছি তা চমকার, সব কৃতিত্ব এদেশের মানুষের। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং আমি গত ৩ দিনে অনেক আলোচনা করেছি। আমি বলতে পারি, তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি সর্বদা ভারত-আমেরিকা অংশীদারিত্বকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই তিন দিনে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের এক নতুন ও গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়েছে। এই নতুন যাত্রা বৈশ্বিক কৌশলগত বিষয়ে আমাদের একত্রিত হওয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের জন্য আমাদের সহযোগিতার। প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উৎপাদন সহযোগিতা হোক বা শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খলে সমন্বয় বাড়ানো হোক, উভয় দেশই একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিচ্ছে। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ভারতে ফাইটার প্লেন তৈরির সিদ্ধান্ত ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, একসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র নীতি এবং চুক্তি তৈরি করছি না, আমরা জীবন, স্বপ্ন এবং ভাগ্য গঠন করছি।..বেঙ্গালুরু এবং আহমেদাবাদে আমেরিকার নতুন কনস্যুলেট খোলা হবে। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এইচ১বি ভিসা পুনর্নবীকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই করা যেতে পারে। ভারতে ডিজিটাল বিপ্লবের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত কয়েক বছরে ভারত যেভাবে ডিজিটাল বিপ্লব দেখেছে তা নজিরবিহীন। হয়তো আপনারাও নিজস্ব গ্রামের একটি দোকানে একটি বারকোড বোর্ড দেখতে পাবেন। হয়তো আপনি নগদ অর্থ প্রদান করার চেষ্টা করছেন এবং দোকানদার জিজ্ঞাসা করবে আপনার ফোনে একটি ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাপ আছে কিনা। এই পরিবর্তিত ভারত আপনাকে বিস্মিত করবে। এখন যে কেউ, ভারতের যে কোনও জায়গায় ২৪৭ ব্যাঙ্কিং করতে পারে। রবিবার হোক বা সোমবার, তাতে কোনও প্রভাব নেই।

# আমেরিকা ও ভারত দুই মহান শক্তি একবিংশ শতাব্দীর গতিপথকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেঃঅ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন ঃ আমেরিকা ও ভারত দুই মহান শক্তি একবিংশ শতাব্দীর গতিপথকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। বললেন আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। আমেরিকা-ভারত স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম (ইউএসআইএসপিএফ)-এ অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, আমরা দু'টি মহান দেশ, দু'টি মহান বন্ধু, দু'টি মহান শক্তি একবিংশ শতাব্দীর গতিপথকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। এই রাষ্ট্রীয় সফরে অনেক চুক্তি, সমঝোতা বেরিয়ে আসছে তাতে বোঝাই যে আমাদের অংশীদারিত্ব কতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আরও বলেছেন, আমরা আমাদের জনগণের জন্য বিনিয়োগ করছি। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত উভয়ের ট্রেলব্লাজিং কোম্পানিগুলির নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে...এই গত কয়েকদিন ধরেই বোঝা গিয়েছে যে কীভাবে সম্ভাবনার সারমর্ম এখন আমেরিকা-ভারত সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার ভোররাতে ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকা-ভারত স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম (ইউএসআই এসপিএফ) অনুষ্ঠান, তাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

## নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি! পুঞ্চ সেক্টরে চিরুনি তল্লাশি সেনাবাহিনীর

জম্মু, ২৪ জুন ঃ নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে বড়সড় তল্লাশি অভিযানে নামল ভারতীয় সেনাবাহিনী। পুঞ্চ সেক্টরে শনিবার সকাল থেকে চলছে চিরুনি তল্লাশি। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পাওয়া মাত্রই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে সেনাবাহিনী। মাঝেমধ্যে গুলির শব্দও শোনা গিয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি দেখা মাত্রই পুঞ্চ সেক্টরে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এলাকাটি ঘিরে ফেলেছেন, এবং একটি সংক্ষিপ্ত গুলি বিনিময় হয়। এখনও পর্যন্ত এর থেকে বিশদ কিছু জানা যায়নি।

# বাণিজ্য প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের পণ্য পরিবহণ শাখার বিশেষ সচিবের কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর পরিদর্শন

কলকাতা,২৪জুনঃপি এম গতিশক্তি - ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান ফর মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটি একটি ডিজিটাল মঞ্চ, যার সাহায্যে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকাঠামোর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বন্দর, জাহাজ চলাচল, জলপথ, রেলপথ ও সড়ক পরিবহণের মতো ১৬টি মন্ত্রক একযোগে কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় মানুষ ও পণ্য পরিবহণে পি এম গতিশক্তি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়তে সহায়তা করে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে উঠছে। ফল স্বরূপ মানুষের যাতায়াতের সময় কম লাগছে।বাণিজ্য প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের পণ্য পরিবহণ শাখার বিশেষ সচিব শ্রীমতী সুমিতা দাওরা ২২শে জুন কলকাতা সফর করেন। সফরকালে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর এবং হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেছেন। শ্রীমতী দাওরা, পি এম গতিশক্তির সাহায্যে বঃদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সাহায্য নেবার বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। পর্যালোচনা বৈঠকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের চেয়ারম্যান শ্রী রাঠেন্দ্র রমন, ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী সম্রাট রাহি এবং বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের উপদেষ্টা শ্রী এইচ এন অশ্বথ উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বঃদর কয়েকটি পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব রেখেছে। এগুলি হল - ২ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে বলাগড় থেকে বলাগড় দ্বীপ পর্যন্ত একটি রাজ্য সড়ক গড়ে তোলা। এর ফলে শহরে যানযট কমবে।৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে বন্দরের বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।ডায়মন্ড হারবার, ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, রায়চকের মতো বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো।কলকাতার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছেউত্তর - পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহণের জন্য কলকাতা বন্দর থেকে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ বন্দর পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এর ফলে সময় ও অর্থ দুইই বাঁচবে।কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর থেকে ঢাকার মধ্যে পণ্য পরিবহণের পরিমান বৃদ্ধি করা।উত্তর - পূর্বাঞ্চলে অধিক পণ্য পরিবহণের জন্য কলকাতা বন্দর এবং মায়ানমারের সিতওয়ে বন্দরের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বেশি পণ্য পরিবহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ।

# ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নয়াদিল্লি,২৪জুনঃ'মিশন লাইফ পি-৩' - এই ধারণাকে শক্তিশালী করবে। 'মিশন মানে প্রো প্ল্যানেট পিপল। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমরা গোষ্ঠীবাদের কথা বলি অর্থা, কোন দেশ কোন দলে বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ' মিশন লাইফ'-ই পৃথিবীর মানুষকে প্রো প্ল্যানেট পিপল হিসেবে সংযুক্ত করে এবং তাঁদের অনুরূপ চিন্তাসূত্রে যুক্ত করে। এটি 'গ্রহের জীবনশৈলী, গ্রহের জন্য এবং গ্রহ দ্বারা' - এই মৌলিক নীতির উপর কাজ করে।বন্ধুগণ,অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্য গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পূজা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। জল, স্থল, বায়ু এবং সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের গুরুত্ব আমাদের বেদে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদ বলেঃ অর্থাৎ, পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। 'রিডিউস, রি-ইউজ অ্যান্ড রি-সাইকেল' এবং চক্রাকার অর্থনীতি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক দেশে এমন প্রথা আজও প্রচলিত আছে যা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে। ' লাইফ'ই প্রকৃতির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে যুক্ত করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা গ্রহণ করেছিলেন সেটিকে আজ আমাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ করতে পারি।বন্ধুগণ,আজ ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তবুও, ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়লা এবং কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ' প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। জল সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আমরা আজ ভারতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি 'অমৃত সরোবর' নির্মাণের জন্য ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছি। এখানে 'ধনের অপচয়'-এর ওপর অভূতপূর্ব জোর দেওয়া হচ্ছে। আজ, ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষমতা রয়েছে। আজ আমরা বায়ু শক্তিতে চার নম্বরে এবং সৌরশক্তিতে পাঁচ নম্বরে আছি। গত ৭-৮ বছরে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময় সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যও পূরণ করেছি। আমরা পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যও অর্জন করেছি, এবং তাও সময়সীমার পাঁচ মাস আগে। এখন ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ভারতও হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের জন্য পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসেবের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং গুজরাট এই সবুজ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে তাদের 'নেট জিরো'-এর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।বন্ধুগণ, আজ ভারত শুধু অগ্রগতিই করছে না বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য সমাধানও দিচ্ছে এবং একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু একই সাথে আমাদের বনাঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে এবং বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত এখন বিশ্বের সাথে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড'-এর মতো ক্যাম্পেনগুলি এই ধরনের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। 'বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো'র জন্য জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছে। মিশন লাইফ এই দিকের একটি পরবর্তী পদক্ষেপ।বন্ধুগণ,মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আমার সাথে একমত হবেন যে যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ একসাথে কাজ করেছে, বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলার নতুন উপায় পাওয়া গেছে। ভারত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব করেছিল, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমর্থন করেছিল। আজ রাষ্ট্রসঙ্গের সমর্থনের কারণে, যোগব্যায়াম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে একটি সুস্থ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এরকম একটি উদাহরণ হল বাজরার আন্তর্জাতিক বর্ষবরণ। ভারত তার ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশ-বান্ধব, মোটা শস্যের সাথে বিশ্বকে পরিচিত করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘও এতে সমর্থন দিয়েছে। আমরা আগামী বছর আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছি, তবে এটি সম্পর্কিত আলোচনা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে শুরু হয়েছে।

## ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর পাশাপাশি দেশকে বিভক্ত করার কাজ করছে বিজেপিঃরাহুল গান্ধী

পাটনা, ২৪ জুন ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার রাহুল গুরুতর অভিযোগ এনে বলেছেন, ঘৃণা ও হিংসা ছা।ানোর পাশাপাশি দেশকে বিভক্ত করার কাজ করছে বিজেপি। দীর্ঘদিন পর শুক্রবারই দেশে ফিরেছেন রাহুল গান্ধী, দিল্লি থেকে এদিন তিনি আসনে পাটনায়। বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিতেই রাহুল এদিন পাটনায় এসেছেন। এদিন পাটনায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল গান্ধী বলেছেন, ঘৃণা ও হিংসা ছা।ানোর পাশাপাশি দেশকে বিভক্ত করার কাজ করছে বিজেপি। আমরা ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে এবং একত্রিত করতে কাজ করছি। বিরোধী দলগুলি আজ এখানে এসেছে এবং আমরা একসঙ্গে বিজেপিকে পরাস্ত করব।রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, ভারতে মতাদর্শের যুদ্ধ চলছে। একদিকে কংগ্রেস পার্টির 'ভারত জোড়' মতাদর্শ এবং অন্যদিকে আরএসএস এবং বিজেপির 'ভারত তোড়ো' মতাদর্শ...কংগ্রেস পার্টির ডিএনএ বিহারে রয়েছে। রাহুল এদিন দাবি করে বলেছেন, আমরা তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে জিতব এবং বিজেপিকে কোথাও দেখা যাবে না। আমরা জিতব কারণ আমরা দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু বিজেপি মানে মাত্র ২-৩ জনকে সুবিধা দেওয়া। বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিতে এদিন পাটনায় এসেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি বলেছেন, আমরা বিহারে জিতলে সারা দেশে জিততে পারব।

## কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ১,৬৫৩, মহারাষ্ট্রে মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৫৫ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৬৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। একজনের মৃত্যুর পর এযাব মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৯০৩ জনের।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৩১৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৩৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৬,১৯০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জুন সারা দিনে ভারতে ৮৪,৩৪৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

## পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ড্রোন গুলি করে নামাল বিএসএফ, সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি

চন্ডীগড়, ২৪ জুন ঃ পঞ্জাবের তরন তারন জেলায় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে মাটিতে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ভারতীয় আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল ওই ড্রোনটি, তাই সেটিকে লক্ষ্য করে গুলি করেন বিএসএফ জওয়ানরা, পাকিস্তানি ড্রোনটি (ডিজেআই ম্যাট্রিস ৩০০ আরটিকে) মাটিতে নামিয়ে আনা হয়। শনিবার সকালে লখানা গ্রামের জমি থেকে গুলিবিদ্ধ ড্রোনটি উদ্ধার করা হয়।বিএসএফ পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে ভারতীয় আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল একটি ড্রোন, পাকিস্তানের দিক থেকে ড্রোনটি ভারতে প্রবেশ করেছিল। ড্রোনটিকে লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান, এরপর সেই ড্রোনটি লখানা গ্রামের জমিতে গিয়ে পড়ে। শনিবার সকালে ড্রোনটিকে উদ্ধার করা হয়। তবে, ঘটনাস্থল থেকে সন্দেজনক কিছুই পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের খবর।

## 'সফল' আমেরিকার সফর শেষ, এবার মিশরের উদ্দেশে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন ঃ 'সফল' আমেরিকা সফর শেষে এবার মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার সকালে আমেরিকা থেকে মিশরের রাজধানী কায়রোর উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, খুব বিশেষ আমেরিকা সফরের সমাপ্তি, যেখানে আমি ভারত-আমেরিকা বন্ধুত্বকে গতি প্রদানের লক্ষ্যে অসংখ্য কর্মসূচি এবং মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিতে পেরেছি। আমাদের দেশ আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের ধরিত্রীকে একটি উত্তম করে তুলতে একসঙ্গে কাজ করে যাবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে আরও জানান, ইউএস কংগ্রেসে বক্তৃতা থেকে যোগ দিবস উদযাপন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন-সহ বিভিন্ন চিন্তাধারার নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনিময়, এই সফরে এমন অনেক দিক রয়েছে যা আমাদের জনগণকে উপকৃত করবে। আমি রাষ্ট্রপতি বাইডেন এবং আমেরিকার জনগণকে তাঁদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। উল্লেখ্য, মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির আমন্ত্রণে কায়রোতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম মিশর সফর। মিশরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি।

## কলকাতায় অলিম্পিক ডে রানের আয়োজন, অংশ নিলেন বাংলার অ্যাথলিটরা

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শনিবার কলকাতায় অলিম্পিক ডে রানের আয়োজন করা হয়। ধনধান্য স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু করে শেষ হয় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের কাছে। বাংলার অ্যাথলিটরা এই রানে অংশ নেন। বক্সিং, তীরন্দাজ, বাস্কেটবল, ভারোত্তোলন-সহ বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও এই রানে অংশ গ্রহণ করেন।উল্লেখ্য, ১৮৯৪ সালের ২৩ শে জুন এথেন্সে প্রথম অলিম্পিক মশাল প্রজ্বলিত হয়। প্রতিবছর ২৩ শে জুন দিনটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জুন মাসের শেষ সাতদিন ২৩ থেকে ৩০ ত

# স্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নেই, শুধু স্কুল বাড়ি আছে, পড়ুয়া আছে, স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে গোঘাটের স্কুল

বনস্পতি দে, গোঘাট হুগলি, ২৪ জুন ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো যে একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল হুগলির গোঘাটে। স্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নেই, শুধু স্কুল বাড়ি আছে, পড়ুয়া আছে। স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে স্কুল। ঘটনাটি হুগলি জেলার গোঘাট দু নম্বর ব্লকের পান্ডু গ্রামের বেনেপুকুর শিবতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এই স্কুলে কোনো স্থায়ী শিক্ষক নেই দুটি মাত্র অবসরপ্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুল। আবার গ্রামের মধ্যে দুজন বিনা পারিশ্রমিকে পঠন পাঠন করাচ্ছেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে বর্তমানে খাতাকলামের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৩ জন। চরম অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে স্কুল। অশিক্ষক কর্মী না থাকায় স্কুলের পড়াশোনার বদলে ঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু করে স্কুলের রুম

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও পানীয় জল বয়ে আনা সবই করতে হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। ফলে পড়াশুনা এই স্কুল একেবারে তলানিতে ঠেকেছে তা বলাই বাহুল্য। আর এই কারণেই আস্তে আস্তে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে বলে স্বীকার করে নেন স্কুলের দায়িত্বে থাকা মাস্টার মশাই। আগে সব ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠাতেন অভিভাবকরা। কিন্তু এই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা দেখে এখন আর এই স্কুলে ছেলে মেয়েদের পাঠাতে চান না তারা। স্কুল বন্ধ না হয় তার জন্য গ্রামের এক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াশুনা করাচ্ছেন। স্কুলের পরিকাঠামো ভালো থাকলেও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমে যাচ্ছে। দ্রুত শিক্ষক নিযোগ করার দাবি উঠছে। স্থানীয় গ্রামের এক ব্যক্তি জানান, ২০১২ সাল থেকেই স্কুলে নানা সমস্যার মধ্যেই চলছে। শিক্ষকের জন্য আবেদন করা হয়েছে কিন্তু স্থায়ী শিক্ষক পায়নি। শিক্ষার পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে গেছে। তাই সকলে অন্য স্কুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের। গ্রামের মধ্যে এই স্কুলটিতে সরকার শিক্ষক না নিয়োগ করলে বন্ধ হয়ে যাবে।

# হরিপালের মৃৎশিল্পী ৭৬ বছরের বেচুদা এবার পঞ্চায়েতে বাম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ২৪ জুন ঃ নিয়োগ কেলেঙ্কারি থেকে কয়লা পাচার, গরু পাচারের অভিযোগে বিদ্ধ রাজ্যের শাসকদলেক একাধিক বড় মুখ। গারদের পিছনে ঠাঁই হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের । জেলে রয়েছেন একাধিক প্রাক্তন আমলা, বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা। রাজ্যজোড়া এই এই দুর্নীতি দেখেই মন কেঁদে উঠছিল ৭৬ বছরের বাম কর্মী বেচু সাঁতরার। বারো বছর ধরে নিজের চোখের সামনে দেখেছেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের দুর্নীতি। পথ খুঁজছিলেন প্রতিবাদের। শেষে এবার বৃদ্ধ বয়সেই রাজনীতির ময়দানে তৃণমূলকে জোর টক্কর দিতে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন বেচুবাবু। হুগলির হরিপালের সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৯ নম্বর বুথে বামেদের গ্রাম সদস্যের প্রার্থী হয়েছেন তিনি। পেশায় মৃৎ শিল্পী বেচু সাঁতরার উল্টোদিকে তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছেন পার্থ ঘোষ। তিনি আবার নিজের জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। স্পষ্টই বলছেন বাম প্রার্থীকে সারা বছর দেখতে পাওয়া যায় না। এখন ভোট আসতেই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। প্রার্থীও হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু, মানুষ সিরিয়াসলি নেবে না। অন্যদিকে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বেচুবাবুও। স্পষ্ট জানাচ্ছেন, গরিব মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনতে জিততেই হবে তাঁকে। তাঁর দলের কমরেডরাই বলছেন, বেচুবাবুর রাজনৈতিক বোধ, বচনভঙ্গি, মানসিক দৃঢ়তার নিরিখে এখনও দলের অনেক নবীন সদস্যকে গুনে গুনে গোল দিতে পারেন। প্রসঙ্গত, ১৯৬২ সালে প্রথম বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন বেচু সাঁতরা। ১৯৬৮ সালে দলীয় কর্মী হিসাবে যোগ দেন। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। যদিও এখন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। লাল পতাকা হাতে মাঠে ময়দানে সংগ্রামের দিন এখন অতীত। তবুও রাজ্যজোড়া ভুড়ি ভুড়ি দুর্নীতির অভিযোগ দেখে আর চুপ থাকতে পারছেন না বেচুবাবু। নিজেই বলছেন সে কথা। সে জন্যই দলের নির্দেশ মেনে এবারে লড়ছেন পঞ্চায়েত ভোটে। এদিকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা নেননি বেচুবাবু। নেননি রেশনের কম দামের চাল, নেননি বার্ধ্যক ভাতা। থাকেন টালির চাল দেওয়া মাটির ঘরে। প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি তৈরি করেন তাল পাতার হাত পাখা, বাঁশের ঝুড়ি। এসব বিক্রি করেই কোনওমতে চলে একার সংসার।

# হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে আটক উট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃ বজবজ যাবার পথে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে আটক করা উট হলো লরি। শনিবার সকালে হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার বাদলাতলা থেকে ওই পূর্ণ বয়স্ক উট আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতেরা হল সাদ্দাম শেখ (লরির চালক), জাহিরুল খান ও মাজারুল ইসলাম খান। এদিন সকালে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে টহলরত পুলিশ দেখতে পায় লরিতে চাপিয়ে একটি উট কলকাতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখনই পথ আটকায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী। লরি সমেত দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পরে চালক সহ তিনজনই গ্রেফতার হয়। জানা গেছে, হুগলির আরামবাগ থেকে মোটা দামে কেনা হয়েছিল উটটিকে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বজবজে। তার অবশ্য বৈধ কাগজপত্রও দেখাতে পারেনি ধৃতেরা। তাদের গ্রেপ্তার করে হাওড়া সিটি পুলিশের জগাছা থানা। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্য পশু নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

# কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এবার প্রেসিডেন্সি জেলের চিকিৎসককে তলব সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালের এক চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই । ধৃত তৃণমূলের বহিস্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এবার প্রেসিডেন্সি জেলের চিকিৎসককে তলব করল সিবিআই। সোমবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের দফতরে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, কুন্তলের চিকিৎসা এবং হাসপাতালে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাওয়া হতে পারে তাঁকে। এর আগে কুন্তল দাবি করেছিলেন, অভিষেকের নাম বলার জন্য তাঁকে 'চাপ' দিচ্ছে ইডি, সিবিআই। এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে নিম্ন আদালতে চিঠিও দেন তিনি। পুলিশি হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠান কলকাতার হেস্টিংস থানাতেও। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, প্রয়োজনে সিবিআই বা ইডি অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। এরপর মামলার বেঞ্চ বদল হলেও একই নির্দেশ বহাল রাখেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও। এরপর অভিষেককে গত ২০ মে তলব

করে সিবিআই। প্রায় সাড়ে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। এরপর এই তদন্তে তৃণমূল নেতাকে তলব করে ইডি। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। চিঠি মামলায় ৯ জুন প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে তলব করেছিল সিবিআই। এবার তলব করা হল চিকিৎসককে।উল্লেখ্য, কুন্তল ঘোষ অভিযোগ তুলেছিল, নেতাদের নাম বলানোর জন্য সিবিআই তাঁর উপর চাপ দিচ্ছে। তাঁর উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই নিয়ে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন কুন্তল। আদালতেও বিষয়টি নিয়ে কথা উঠেছিল। সেই সময় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে চলছিল মামলার শুনানি।

# মেট্রো পরিষেবাগুলির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ ২৫.০৬.২৩ (রবিবার) মেট্রো রেলওয়ের ব্লু লাইনের কবি সুভাষ এবং মহানায়ক উত্তম কুমার স্ট্রেচের মধ্যে কোনও ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে না। এখন, যেহেতু আগামীকাল কোনও ট্র্যাফিক ব্লক থাকবে না, তাই দক্ষিণেশ্বর, দম দম এবং কবি সুভাষ থেকে প্রথম পরিষেবাগুলি ০৯.০০ টায় পাওয়া যাবে। ১০.০০ ঘন্টার পরিবর্তে পূর্বে জানানো হয়েছে। সারাদিন স্বাভাবিক রবিবার পরিষেবাগুলি আগামীকাল পুরো ব্লু লাইন প্রসারিত জুড়ে চলবে। প্রথম পরিষেবা ০৯.০০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। ০৯.০০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। ০৯.০০ টায়। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। ০৯.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ।

# চুঁচুড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে নেমে বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন বৃদ্ধ

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২৪ জুন ঃ গঙ্গায় স্নান করা তাঁর বাচ্চা বয়সের সখ। গঙ্গা তাঁর বাড়ির ধারেকাছেও নয়। বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে। বাসে করে গঙ্গার ঘাটে আসেন, কেবল স্নান করতেই। বছর পঁচাত্তরের হারাধন দাস শুক্রবার সকালেও চুঁচুড়ার প্রসাদ দাস সেন ঘাট ওরফে হারু মণ্ডলের ঘাটে এসেছিলেন। গঙ্গায় স্নানও করছিল, তবে পাড়ের থেকে খুব বেশি দূরে যাননি। আচমকাই মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাঁর। জলে পড়ে যান। আর সেসময়ে জোয়ার থাকায় হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যান। প্রাণে বাঁচলেন বরাত জোরে। পুলিশের তৎপরতায় জীবন পেলেন হারাধন। আপাতত ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। চুঁচুড়ার বড় বাজার এলাকার প্রসাদ দাস সেন ঘাট যা স্থানীয় ভাবে হারু মন্ডলের ঘাট নামে পরিচিত। শুক্রবার দুপুরে স্নান করতে নেমেছিলেন হারাধন । হারাধনের বাড়ি দাদপুর থানার গোস্বামী

মালিপাড়ার বাসিন্দা। তিনি বাসে ওই এলাকায় এসেছিলেন। আচমকাই জলে ভেসে যেতে থাকেন। চুঁচুড়া থানার পুলিশের টহলদারি একটি দল সেসময় ঘাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধকে জলে হাবুডুবু খেতে দেখে অনেকে ঘাটে থাকা অনেকে চিৎকার করতে থাকেন। কিছু না ভেবেই চুঁচুড়া থানার সাব ইন্সপেক্টর সুমন্ত নন্দী গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। বৃদ্ধের কোমরে বাঁধা গামছা ধরে তাঁকে টেনে ঘাটে আনেন। ততক্ষণে বৃদ্ধ প্রায় অচৈতন্য। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘক্ষণ হাবুডুবু খাওয়ায় বৃদ্ধের পেটে অনেকটাই জল চলে গিয়েছে। সেই জল বার করা হয়েছে। বর্তমানে বিপন্মুক্ত তিনি। তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। থানার থেকে বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। হাসপাতালের বেডে শুয়েই পুলিশ কর্তাকে ধন্যবাদ জানান বৃদ্ধা। চুঁচুড়া থানার আই সি অনুপম চক্রবর্তী জানান, মানুষের জীবন বাঁচানোর থেকে ভালো কাজ আর কী হতে পারে। আমাদের সহকর্মীরা সেটাই করেছেন।

# পঞ্চায়েত ভোটে হুগলির প্রার্থী বৌমা বিজেপিতে,শাশুড়ি চলেছেন বামেতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এক অদ্ভুত ছবি দেখতে পাওয়া গেল হুগলিতে। বৌমার মুখে রাম নাম, শাশুড়ি চলেছে বাম পথে। দুজনেই এবার প্রার্থী হয়েছেন পঞ্চায়েত ভোটে। হাতে আর সপ্তাহ দুয়েক। ৮ জুন বাংলায় হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন । ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। বাংলায় আসতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরইমধ্যে পান্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের পোটবা গ্রামে ভোটের লড়াইয়ে দেখা যাচ্ছে এক অন্যরকম ছবি। ১১০ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন সোনালি মাণ্ডি। একই বুথে সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছেন

লক্ষ্মীরানি মণ্ডল। সম্পর্কে লক্ষ্মীরানি দেবী সোনালি দেবীর খুড়তুতো শাশুড়ি বলে জানা যাচ্ছে। একই পরিবারের বৌমা শাশুড়ির এই ভোটের লড়াই নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। দুজনেই বলছেন, বাইরে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও ঘরের চৌকাঠের অন্দরে সেসব কিছুই নেই। ভোটের লড়াইয়ে নামার আগের শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছেন সোনালি দেবী। বৌমাকে আশীর্বাদও করেছেন লক্ষ্মীরানি দেবী। তবে বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের আবহে দুজনেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও লক্ষ্মী দেবী আবার বিজেপির প্রতি রুষ্ট। একশোদিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যা একদম ঠিক হয়নি বলে তাঁর মত। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক চাহিদাই এখনও পূরণ করেনি তৃণমূল সরকার। যা নিয়েও সুর চড়িয়েছেন তিনি। বলছেন, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। সোনালি আমার বৌমা হয়। ও বিজেপি থেকে দাঁড়ালেও আমাদের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। পরিবারের মধ্যে রাজনীতির কোনও ছাপ পড়ে না। ও ওর মতো লড়ছে, আমি আমার মতো লড়ছি। অন্যদিকে ভোটে জিতে গ্রামের মানুষের পানীয় জলের দাবি, ঢালাই রাস্তার দাবি পূরণ করতে চাইছেন বৌমা সোনালি দেবী। বিজেপির হাত ধরেই সামিল হতে চাইছেন উন্নয়ন যজ্ঞে। তবে এখানে লড়াইয়ে আছেন তৃণমূলও। এখন দেখার ভোটের ফল কী বলে।

# পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বেড়িয়ে পুড়শুড়ায় বিজেপিকে চরম কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন

দুরন্ত বার্তা, পুড়শুড়া,২৪ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে চরম কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছেন বাংলার মানুষ। আর বিজেপির লোকদের হাইকোর্টে পাবেন। ওরা হাইকোর্টেই থাকবে। তৃণমূল কর্মীদের রাস্তায় পাবেন। সাধারণ মানুষের বাড়িতে পাবেন। শয়নে স্বপনে পাবেন তৃণমূল কর্মীদের। বিপদে পড়লে মানুষ তৃণমূল কর্মীদের সব সময় পাশে পান। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন। শনিবার পুড়শুড়ায় আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এসে হুগলি জেলার চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন বিজেপি নেতাদের তীব্র কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষকে তীব্র আক্রমণ করেন। বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই এলাকার বিধাযক বিমান। ওনাকে রাস্তায় পাওয়া যায় না। ওনাকে আকাশে পাওয়া যায়, তাই উনি বিমান। তাই

ওনাকে নিয়ে মন্তব্য করব না। রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত প্রসঙ্গে বলেন, এটা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যারা আছেন তাঁরা বলবেন। সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছে। কে বা কারা রাজ্যপালকে দিয়ে এইসব করাচ্ছে কি নির্দেশ দিচ্ছে তা সবই জানেন সাধারণ মানুষ। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন গুণগ্রাহী কর্মী ও ফ্যান। পুড়শুড়ায় ভোটের প্রচার এসেছি। বাংলার মানুষ ২০০৮ সালের পর এত অবাধ মনোনয়ন কোথাও দেখেননি। যে কাজগুলো বাকি রয়েছে তার মূল কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা। শনিবার হুগলির পুড়শুড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করেন চন্দননগরের তৃণমূল বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। যদিও পুড়শুড়ায় ভোট প্রচারে এসে বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন পুড়শুড়ার বিধায়ক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি বলেন, ইন্দ্রনীল বাবু যে কথাগুলো বলছেন সেটা ওনাদের দলের সিস্টেম। একটা সময় ভাড়া করা নেতাকে নিয়ে এসে পুড়শুড়ার বিধানসভা ভোটে লড়াই করানো হয়েছিল। ২৮ হাজার ভোটে পুড়শুড়ার মানুষ হারিয়েছেন। চোর চিটিংবাজদের জন্য তিহাড় জেলই যথেষ্ট। ভাড়া করা মানুষকে পুড়শুড়ার লোক পছন্দ করেন না।তৃণমূলের নেতা বিধায়করা এসব কথা বলেন যাতে তাঁদের দুর্নীতিগুলি ঢাকা পড়ে যায়। শনিবার নির্বাচনী প্রচারে বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান জয়দেব জানা সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

# দলের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর

দুরন্তবার্তা, হুগলি, ৪ জুনঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই মধ্যেই দলের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক পোস্ট বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তৃণমূল বিধায়কের এই পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আগেও সামাজিক মাধ্যমে বলাগড়ে পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট বিতরণ নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের একাংশকে কাঠগড়ায় তুলেছেন মনোরঞ্জন। সেই কারণে তিনি দলীয় দুটি পদ থেকে প্রত্যাহার করেন। এমনকী বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

ফের একবার ফেসবুকে নির্দল প্রার্থীর দেওয়াল লিখনের ছবি পোস্ট করেন বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দল প্রার্থীকে দাঁড় করানো হয়েছে। গোটা বলাগড় জুড়ে এই খেলা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তৃণমূল বিধায়ক। ডুমুর দহ নিত্যানন্দপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৫ নম্বর বুথের নির্দল প্রার্থী সুখ দের দেওয়াল লিখনের ছবি পোস্ট করে তৃণমুল বিধায়ক লেখেন, 'এই কেন্দ্রে দীপক

দাস নামে তৃণমূলের প্রতীকপ্রাপ্ত একজন প্রার্থী রয়েছেন। তাঁর অপরাধ বিধানসভা নির্বাচনে সে দলের হয়ে খেটে ছিল, দলতে জিততে সাহায্য করে ছিল। সেই অপরাধে দলের আরেক গ্যাং তাঁকে হারানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। গোটা বলাগড় জুড়ে এই খেলা চলছে।'বেশ কয়েকদিন ধরে দলে একাংশের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, যাঁরা বিধানসভা ভোটে তার হয়ে পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে টিকিট দিয়ে সম্মান দেওয়া হয়নি। তিনি ১০৯ জন প্রার্থীকে মনোনীত করলেও তাঁদের মধ্যে অনেককে টিকিট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী। আগেও বলাগড়ের ব্লক তৃণমূল সভাপতি নবীন গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তৃণমূল বিধায়ক। ফেসবুক পোস্ট প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়ার জন্য ফোন করা হলে তিনি বলে, 'এখন যা পরিস্থিতি, বলাগড়ে তৃণমূলই তৃণমূল প্রার্থীদের হারাবে'। যদিও বিধায়কের যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করেছেন বলাগড় ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নবীন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'দলীয় প্রতীক তিনিও জমা দিয়েছিলেন। আমিও দিয়েছি। নিয়ম আছে দুইজনে যদি দলীয় প্রতীক পায়। সে ক্ষেত্রের যাঁরা আগে মনোনয়ন করেছিল তারাই দলীয় প্রতীকে লড়বেন। উনি নির্দলদের সমর্থন করবেন কি না বলতে পারব না। কিন্তু ভোটের টিকিট বিক্রির বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। তাহলেই গোটা বিষয়টা পরিস্কার করে বোঝা সম্ভব হবে। আমি সব কিছু জেলা সভাপতিকে জানিয়েছিল। বিধায়ক সাহেব কী বলছেন, সেটা আমার বিষয় নয়।'

# হাওড়া-কাটোয়া লোকালে ছিনতাই, পালাতে গিয়ে মৃত্যু দুষ্কৃতীর

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ রাতের হাওড়াকাটোয়া লোকালে ছিনতাইবাজের কবলে পড়লেন দুই মহিলা যাত্রী। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যুও হল সেই দুষ্কৃতীর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ সমুদ্রগড়কালিনগর স্টেশনের কাছে।

শনিবার জানা গিয়েছে, রাতের দিকে লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় ওঠে এক দুষ্কৃতী। তার মুখে কাপড় ঢাকা ছিল। কামরায় যাত্রী সংখ্যা কম থাকার সুযোগ নিয়ে সে দু'জন মহিলার ফোন ছিনিয়ে নেয়। পুজা হাজরা নামে এক মহিলা ছিনতাইবাজকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ধস্তাধস্তিতে আহত হয়েছেন ওই মহিলা। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তারপরই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেয় সেই দুষ্কৃতী। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টায় মৃত্যু হয় তার। মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। তার পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে রাতের ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে।

# সোনারপুরে ৩ বছর পর সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার স্ত্রীর দেহ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৪ জুন ঃ টানা তিন বছর ধরে সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে গৃহবধূর দেহ! সিআইডির জেরায় স্ত্রীকে খুন করে তাঁর দেহ লুকিয়ে রাখার কথা অবশেষে স্বীকার করলেন স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে নিখোঁজ ছিলেন টুম্পা মণ্ডল। টুম্পার বাবা কুলতলির বাসিন্দা লক্ষ্মণ হালদার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট লেখান থানায়। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে সোনারপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতারও করা হয় টুম্পার স্বামী ভোম্বল মণ্ডলকে। কিন্তু গ্রেফতারির পরও টুম্পার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে অপহরণ কিংবা খুনের কোনও প্রমাণ না মেলায় পরে আদালতে জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত।সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্ত শুরু করে সিআইডি। দীর্ঘ জেরার পর ভোম্বল জানান, সোনারপুরের মিলনপল্লিতে ভাড়ার বাড়িতে থাকার সময় ২০২০ সালে স্ত্রীকে খুন করেন তিনি। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে দেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে লুকিয়ে ফেলেন। বাড়িওয়ালা তাপস মণ্ডল জানান, লকডাউনের সময় স্বামীস্ত্রী পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ভোম্বল মণ্ডল। কিছুদিন থাকার পর তাঁরা চলে যান। তার কয়েকদিন পর ভোম্বলের এক আত্মীয় এসে বকেয়া বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে যান। তিন বছর মুখ বন্ধ রাখার পর অবেশেষে সিআইডির কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন ভোম্বল। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে দেহ উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। সিআইডির কাছে স্বীকারোক্তির পর অভিযুক্তর জামিন বাতিলের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলার আবেদন করা হয়েছে।

# সমুদ্রে ট্রলারডুবির ঘটনা আটকাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৪ জুন ঃ রাজ্য সরকার মাঝ সমুদ্রে নৌকা ও ট্রলারডুবির ঘটনা আটকাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষনা সংস্থা, 'ইসরো'র থেকে প্রযুক্তি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গেছে ট্রলারে দুর্ঘটনা ঠেকাতে ইসরোর উদ্ভাবিত এই দ্বিপাক্ষিক যোগযোগ বা 'টু ওয়ে কমিউনিকেশন' প্রযুক্তি বিশেষ ভাবে কার্য্যকর। এর মাধ্যমে ট্রলারে বিশেষ ধরনের ডিভাইস বসানো হবে। যার দ্বারা মৎস্যজীবীরা ট্রলার থেকে লাগাতার উপকূলের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন। মাঝসমুদ্রে বিপদ বা দুর্ঘটনায় পড়লে ডিভাইসে লিখে অথবা ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত ট্রলারের চালকরা সহজেই বার্তা পাঠাতে পারবেন। পাইলট প্রকল্প হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা, শঙ্করপুর, পেটুয়াঘাট, শৌলা মৎস্যবন্দর ও মৎস্য আহরণ কেন্দ্রে ২০টি ট্রলারে প্রাথমিকভাবে এই ডিভাইস বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শংকরপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে কন্ট্রোলরুম। দিঘা মোহনায় ট্রলারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে এই বিষয়ে বিশদ প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বহু বছর ধরে মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে ট্রলারগুলি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পারলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণহানি ঘটে।

# আপাতত বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ আপাতত বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাত

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
**দুরন্ত বার্তা**
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০৫ সংখ্যা, রবিবার, ৯ আষাঢ় ১৪৩০

## মোদির নিশানায় চিন ও পাকিস্তান

**সম্পাদকীয় ১**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদি আমেরিকা সফর করতে শুরু করেছেন। এবারে আমেরিকার খুব কাছে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে ভারত। তার ফলে রাশিয়া বেশ ক্ষুব্ধ। তারা এখন পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছে এবং রাশিয়ার সেনারা পাকিস্তানের সেনাদের সঙ্গে সামরিক মহড়া পর্যন্ত করেছে। এদিকে চিন আবার রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়লেও আমেরিকাকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। চিন জানে যে আমেরিকা সমর্থন ছাড়া তাইওয়ান দখল করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে চিন এখন তাদের বিদেশ নীতিতে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চিন সফর করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, তাইওয়ানের স্বাধীনতাকে আমেরিকা সমর্থন করে না। তার ফলে চিন বেশ মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি পাওয়েল তাইওয়ান সফর ঘিরে বেশ সামরিক উত্তেজনা দেখা দিতে শুরু করেছিল। এবারে সেই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে আমেরিকার বেলুন নীতি গ্রহণ করা ফলে। চিনা মহাকাশ পরিবেশ সংক্রান্ত বেলুনটিকে চিনের গুপ্তচর বেলুন বলে মনে করে আকাশেই তাকে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল আমেরিকার সেনারা। তার ফলে চিন এবং আমেরিকার মানসিক দ্বন্ধ দেখা দিতে থাকে। এবারে সেইটা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। চিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একন আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার কথা বলতে শুরু করেছেন। এদিকে আমেরিকার সফরে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মহাসাগরকে মুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করতে মহাসাগরে কোনও সামরিক জাহাজ যাতে বেশি চলাচল না করতে পারে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান কীভাবে কমিয়ে ফেলা যায় এবং যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন কংগ্রেসের ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ মানব সভ্যতার অগ্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রু। ৯-১১ এর পরে দুই দশক এবং ২৬-১১ এর পরে এক দশক কেটে গেছে। মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ এখন বিশ্বের মূল সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এদের মেকাবিলা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গরিব পরিবার। উন্নয়শীল দেশগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত বারবার বলেছে এটা যুদ্ধের সময় নয়। সংলাপ এবং কূটনীতির সময়। মানুষের যন্ত্রণা কমাতে আমরা যতটুকু পারবো করবো সেই দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত।

## অস্ত্র ত্যাগই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ

**সম্পাদকীয় ২**

চিন তাদের কৌশল একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তারা এখন ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তাইওয়ানের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে চিন। এ ব্যাপারে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেই আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি তাইওয়ান গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অভয় দান করতে। কিন্তু চিন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। চিন চাইছে তাইওয়ানের ব্যাপারে আমেরিকা একেবারে চুপ করে থাকুক। কিন্তু আমেরিকার তাইওয়ানের ব্যাপারে চুপ করে থাকবে না সেটা পরিস্কার। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়াকে আমেরিকার ক্ষেপনাস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। পরমাণু বোমা সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল করাচ্ছে। তার ফলে দুই কোরিয়ার মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবারে সামরিক মহড়া শুরু করছে। তার ফলে এই উপমহাদেশে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর মোদির সঙ্গে আমেরিকা সফর করছেন। তাঁর পরিস্কার মত হচ্ছে ভারত কারোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। ভারত সরকারের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। তারা শুধু মাত্র পাকিস্তানকে শত্রু দেশ বলে মনে করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে না। ভারতে ওপরে বিশাল দায়িত্ব এসে উপস্থিত। ভারত চেষ্টা করবে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি এই যুদ্ধকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। ভারত বারবার সেখানে শান্তির কথা বলছে। যুদ্ধ থামানোর কথা বলছে। কিন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামানোর কোনও কথা বলতে একেবারে নারাজ। বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে অনেক কিছু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এটা গড়ে উঠতে পারে। চিনকে এ ব্যাপরে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। চিন সত্যিই সেই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে? সেটা নির্ভর করছে বর্তমান চিনের প্রেসিডেন্ট কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন। তিনি তো নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র নায়কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। সেই কারণে ভারত চিন সীমান্তে উত্তেজনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে রাশিয়াকে সমর্থন দেওয়া। সেই সব অপকৌশল গ্রহণ করার ফল চিনকে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হবে। ভারত, চিন এবং রাশিয়াকে চিন্তা করতে হচ্ছে আগামি দিনে ইউরোপ এবং আমেরিকার সঙ্গে কী রকম সম্পর্ক তৈরি করা হবে। রাশিয়া ইচ্ছা যে চিনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ভারত তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় প্রবেশ করুক।

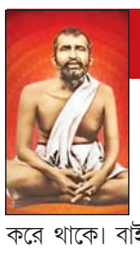

### ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বাই যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা ভবতারিণীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা ভবতারিণী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী।

# আমেরিকা কংগ্রেসে গণতন্ত্রের প্রতি সওয়াল রাখলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি যাদের আস্থা নেই তাদের দিকে তাক করেই প্রধানমন্ত্রী মোদি মার্কিন কংগ্রেসের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। বারবার বিরোধী দল বা বিরোধী রাষ্ট্রগুলি ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল এদিন তারই উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন ভারত কখনও গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে আসেনি আর ভবিষ্যতে সরে আসবেও না। যারা ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে সন্দিহান প্রকাশ করছেন তারা কিন্তু ভুল করছেন। ভারতের গণতন্ত্র কোনও সেনা দফতর থেকে পরিচালিত হয় না। ভারতের গণতন্ত্রেক ওপরে কোনও সেনাপ্রধান কর্তৃত্ব ফলায় না। ভারতের গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে সে দেশের জনগণের সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে। ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সরকার সব সময়ে সচেষ্ট থাকে। গণতন্ত্রকে আরও বেশি করে সৌন্দর্যায়ন করতে গেলে জগণের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের মতকে এবং সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রায় নয় বছর ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। কোনও বিরোধী প্রশ্নের উত্তর দেননি। কোনও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা না বলে একের পর এক বিল সংসদে নিয়ে এসেছেন বলে বিরোধী দলের নেতারা সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকার মতো দেশে তা নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। মার্কিন সাংবাদিকেরা মনে করে যে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি যিনি কোনও বিরোধিতাকে গ্রহণ করে নিতে পারেন না। বিরোধী পরিবেশে মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন না। সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে সাওয়াল করেছেন। মার্কিন কংগ্রেসের ভারতের গণতন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেই গণতন্ত্রকে দেশের এক মাত্র চলার নীতি বলে গ্রহণ করেছে। বিরোধিতা করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিরোধী দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ না করে সরকারের সমালোচনা করে চলেছে। ফলে সরকারকে বহু সময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তা বলে সরকার কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি থেকে সরে আসে না। প্রধানমন্ত্রী মোদি আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজন্টেটিভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপরে প্রতিটি ভারতীয় জনগণের আস্থা রয়েছে বলে মনে করেন। সেখান থেকে বর্তমান

কেন্দ্রীয় সরকার সরে আসেনি। যারা ভাবছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করছে না সেটা একেবারে ভুল বার্তা। ভারতের গণত্নত্রকে বিপন্ন করতে বহু ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে ভারত সরকারকে সেখানে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ভরতের বাক স্বাধীনতা খর্ব হওয়া ধর্মীয় অসহিতা প্রকাশ করার কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন, বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় উপস্থিত হতে হবে। নাহলে বিশ্ব থেকে গণতন্ত্র বলে শব্দটি একেবারে উবে যাবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এই কথাকে সমর্থন করেছেন। এখনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্ব জুড়ে আজকে গণতান্ত্রিক শাসিত দেশগুলি বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে। তাদের দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তার জন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একজোট হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ছিল। গ্রীস দেশেও ছিল। নাহলে অ্যারিস্টটল কী করে গণতান্ত্রিক তত্ত্বকে সবার সামনে মেলে ধরেন। ভারতেও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল। তবে আধুনিক যুগে যেভাবে গণতন্ত্রকে দেখে সেইভাবে প্রাচীন যুগে গণতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় না বটে। তবে বহু রাজা প্রজাদের মতামত গ্রহণ করে রাজ্য শাসন করতেন। রাজতন্ত্রের মধ্যে তখন গণতান্ত্রিক ভাবে প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আজকের যুগটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যুগ। সেই কারণে জনগণকে বাদ দিয়ে কখন শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। নির্বাচন করে সরকার গঠন করতে হয়। জনগণ যদের পক্ষে রায় দিয়ে থাকেন তারাই সরকার গঠন করে। এবং নির্বাচন কালে যে ইস্তাহার প্রকাশ করে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তা পালন করতে বাধ্য থাকে। ইস্তাহারের মধ্যেই জনগণের কথা বলা থাকে। জনগণের মতামতকে গ্রহণ করেই রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। সেখানে দলীয় কোনও সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয় না। কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে জিতে সরকার গঠন করতে পারলে জনগণের পক্ষ নিয়ে কী কী কাজ করতে তা ইস্তাহারে উল্লেখ করা থাকে। এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ার কাঠামো। ভারতের সংবিধানও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপরে নির্ভর করে চলে। সেখানে বাক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। সরকার সংবিধানকে সমানে রেখে শাসন ব্যবস্থা করে থাকে। সংবিধানকে রক্ষা করে দেশের সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। তারা সব সময়ে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছেন সংবিধানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোনও সময়ে খর্ব করা হচেছ কিনা। কোনও রকমভাবে অগণতান্ত্রিক কাজ করা একেবারে অসম্ভব। তার জন্য আদালত এখন সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অগণতান্ত্রিক নীতি পথ ধরে এগোনোর কোনও উপায় নেই। ফলে ভারতের গণতন্ত্র সুরক্ষিত। কিন্তু কথা হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করতে কেউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তাদের পাশে কোনও গণতান্ত্রিক দেশগুলি দাঁড়াচ্ছে না। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে বারবার আঘাত আসতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের বহু গণতান্ত্রিক দেশ আজকে বেকায়দায় পড়ে রয়েছে। তাদের সেখান থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য কোনও জোরালো আইন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। গণতান্ত্রকে রক্ষা করতে আরও বেশি কঠোর হতে হবে। প্রয়োজন হলে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। যুদ্ধ করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে কিন্তু একটি সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে বিশ্ব থেকে গণতান্ত্রিক দেশগুলি একেবারে অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তারা টাইটানিক জাহাজের মতো অতল সমুদ্র গর্বে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসা। তার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

# কাশ্মীরকে বিতর্কিত অঞ্চল বলা মানেই ভারত বিরোধিতা

**বিশেষ প্রতিনিধি**

ভারতে জি-২০ সম্মেলনকে ব্যর্থ করতে বহু বিরোধী দেশগুলি সক্রিয়। তারা চাইছে ভারত যাতে কোনও সুস্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে পারে। তারা ভারতের উন্নতিতে ইর্ষা প্রকাশ করে থাকে। তারা ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। বাধা দিতে শুরু করেছে। ভারত যাতে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী না হতে পারে তার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা ভিন রাষ্ট্রে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতে একটি সময়ে প্রকাশ্যে অলিখিত জুয়া খেলা হতো। তাকে পরিচালনা করতো মুম্বই জগতের বেশ কিছু অন্ধকার জগতে ব্যক্তিরা। তারা আজকে দেশ ছাড়া। তাদের অন্যায় আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারাই একন ভিন রাষ্ট্রটে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে ভারতকে বিপন্ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এটা ভারতের মতো একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অতি ক্ষতিকারক। সন্ত্রাসাবদীরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এর এই সব সন্ত্রাসবাদীদের মত দিতে শুরু করেছে বেশ কিছু রাষ্ট্র প্রধানরা। তারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে এই সব সন্ত্রাসবাদীদের হাত ধরতে শুরু করেছে। যার ফলে আজকে ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী চক্র তৈরি হয়েছে। তাদেরকে দমন করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে অধ্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করতে তারা শুরু করেছে। প্রকাশ্যে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। ফলে

ভারতকে আত্মরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। ভারতকে রক্ষা করার মানেই হল একটি গণতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করা। কাশ্মীরকে বহু রাষ্ট্র বিতর্কিত অঞ্চল বলে ঘোষণা দিয়ে জি-২০ পর্যটন মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগদান করেনি। তারা এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলে গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ। তারা কাশ্মীর সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাসকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তারা কাশ্মীরের ইতিহাসকে মেনে নিতে রাজি নয়। তারা শুধু কাশ্মীরকে রাজনৈতিক ইস্যু করে আন্তর্জাতিক একটি ঝামেলার বাতাবরণ তৈরি করে রাখতে চায়। এটাই তাদের মূল লক্ষ্য। পরিবেশকে রক্ষা করতে সারা বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। যেভাবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এর কোথায় শেষ কেউ জানে না। ভারত যুদ্ধের পক্ষে নয়। যদিও প্রধানমন্ত্রী রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি কথাও বলেননি। তবুও তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে একটি কথাই বারবার উঠে আসতে শুরু করেছে ভারত শান্তি চায়। যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ করে কেউ কিন্তু বেশিদিন শক্তি ধরে রাখতে পারে না। আজকে আমেরিকার প্রশাসন তা বুঝতে পেরেছে বলেই তারা আর কোথাও সেনা অভিযান করছে না। আমেরিকার সেনা অভিযান করা বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত আমেরিকার পথ ধরে এগিয়ে চলবে। তারঁ দুটি দেশই গণতান্ত্রিক দেশ। দুটি দেশের সংবিধান গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ভারত আমেরিকার এবং ব্রিটেন, জাপান একই সরল রেখা ধরে চলবে। তারা সেখান থেকে কোনও দিন বিচ্যুত হবে না। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র রয়েছে। আবার গণতন্ত্রও রয়েছে। কিন্তু ব্রিটেনে রাজতন্ত্র থাকলেও তাদের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। শুধু মাত্র সম্মতি জ্ঞাপন করা ছাড়া। সেখানকার পার্লামেন্ট সবচেয়ে শক্তিশালী। ভারতেও রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষমতা নেই। একমাত্র সম্মতি জ্ঞাপন করা ছাড়া আর কোনও প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। জাপানেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সেখানেও ব্রিটেনের মতো রাজা শুধু মাত্র সরকারি কাজে সম্মতি দান করে থাকেন। তিনি সরকারের সিদ্ধান্তে সিলমোহর হিসাবে কাজ করেন। ফলে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সবচেয়ে শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে সবার আস্থা রয়েছে এবং সমর্থন রয়েছে। ফলে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করতে গেলে গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে হবে। গণতান্ত্রিক ভারতকে রক্ষা করতে হবে।

# হেরিটেজ কলকাতায় ছট পুজো

ছট পুজো। কলকাতায় ছট পুজো আগের চেয়ে এবারে আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাংলায় ছট পুজোর প্রচলন ছিল না। ইংরেজরা আসার ফলে বিহার থেকে বেশ কিছু বাসিন্দারা কলকাতায় রুটি রোজগারের জন্য চলে আসল শুরু করে। তারাই ছট পুজোটাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। ছট পুজো হচ্ছে সূর্যদেবের পুজো। বিকেল বেলায় সূর্য ডোবার আগেই ছট পুজো করা হয়। তখন সবাই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে সূর্যের পুজো করে। আবার ভোর বেলায় যখন সূর্যদেব আকাশে ওঠে তখন আরও একবারর সূর্যদেবের পুজো করে থাকে। একবার অস্ত যাওয়ার সময়ে আর একবার সূর্য উদয় হওয়ার সময়ে দুইবার পুজো হয়। ছট পুজো করে বেশির ভাগ অবাঙালিরা। তারা এই পুজো কলকাতায় বা বাংলায় নিয়ে এসেছিল। ছট পুজো করার সময়ে আস্ত ফল দিয়ে পুজো করতে হয়। আস্ত ফলই হচ্ছে এই পুজোর প্রসাদ। আস্ত ফল না দিলে এই পুজো অসমাপ্ত হয়ে যায়। এদিন আবার সিঁন্দুর খেলা হয়। বিবাহিত মহিলারা সিঁথিতে সিন্দর দিয়ে থাকে। মহাভারতের যুগে সূর্য পুজো করতেন একমাত্র কর্ণ। কণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। তিনি আবার সূর্য দেবের কাছ থেকে তিনি বর পেয়েছিলেন। তাকে কেউই হত্যা করতে পারবে না। তিনি অমর ছিলেন। তবে স্বেচ্ছামৃত্যু ছিল তার। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে হত্যা করতে

পারে। তার বাইরে আর কেউই তাকে হত্যা করতে পারবে না। কর্ণ এর একটি গুণ ছিল তিনি কোনও মহিলার সমানে তির র্বন করতে না। তিনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান দান করতেন। ফল কৃষ্ণ একজন মহিলাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল কুরুক্ষেত্রে। কর্ণ সূর্যদেবতার উপাসক ছিলেন বলেই তাকে বলা হতো সূত পুত্র। এই সূত পুত্রকে কিন্তু রাজ পরিবারের তিলক দেওয়া হয়নি। তিনি রাজপরিবারের সন্তান হলেও তাঁকে কিন্তু রাজার সম্মান পাননি। তিনি চিরকাল বঞ্চিত হয়েছিলেন। তরপরে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়ে তাঁর রথের চাকা বসে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে একাই শত্রুদের লক্ষ্য করে তির ছুঁড়তে থাকে। কর্ণকে চারদিক দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। কর্ণ যে কুন্তির পুত্র এবং পাণ্ডবদের বড় বাই সেটা জানতেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অর্জুনকে বুদ্ধি দিয়ে কর্ণকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করেন। ভারতের দুই মহাকাব্য হেরিটেজ হিসাবে গণ্য হয়েছে। একটি হচ্ছে 'রামায়ণ' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মহাভারত'। মহাভারতে সূর্যদেবের উপাসনার কথা বলা আছে। আর্যরা প্রথমে ছিল সূর্যদেবের উপাসক। পরে তারা অনার্যদের দেব দেবী পুজোকে গ্রহণ করে। আর্য অনার্য সংস্কৃতি মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। অনার্যদের দেব দেবী এবং আর্যদের মন্ত্র ও যজ্ঞ এখন পুজোর প্রধান ও মুখ্য উপকরণ।

# প্রচারে অভিনবত্ব বিরোধীদের ... পিছিয়ে নেই শাসকদল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুন ঃ হাতেগোনা আর মাত্র চোদ্দ দিন বাকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের। নির্বাচনের নমিনেশন পর্ব শেষ হওয়ার পর কোচবিহার জেলা জুড়ে বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে প্রবল বৃষ্টি হলে রীতিমতো বেকায়দায় শাসক ও বিরোধী দু'দলের প্রার্থীরা। শুক্রবার বৃষ্টি থেমে রোদ উঠতেই প্রচারে শাসক ও বিরোধী দুপক্ষ। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তুফানগঞ্জ বিধানসভা আসনটি ছিনিয়ে নেয় বিরোধীরা জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী মালতি রাভা রায়। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে তুফানগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় শক্তি বাড়তে থাকে বিজেপির। গত আঠারোর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিলেও সেভাবে দাগ ফেলতে পারেনি বিরোধীরা একপ্রকার বিনা প্রতিবন্ধকতায় জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। তবে এবছর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তুফানগঞ্জ বিধানসভার প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ আসনে ৯৫ শতাংশ প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে ও নারাজ বিরোধীরা। তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শুক্রবার জমজমাট প্রচারে বিরোধীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইছেন তারা পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে বিড়ি বাঁধলেন ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী উজ্জ্বল বসাক সহ অন্যান্য বিজেপি প্রার্থীরা। শুধুমাত্র মিছিল মিটিং করে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রচারে অভিনবত্ব আনতে চাইছেন তারা। এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বল বসাক বলেন - যেভাবে দুর্নীতি করেছে শাসক দল তাতে এই এলাকায় উন্নয়ন হয়নি দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তার কি বেহাল দশা। এই গ্রামের সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই এবার জোট বেঁধেছে সাধারণ মানুষ ভোট দেবে পদ্মফুলে। তবে তিনি এও বলেন রাজ্য পুলিশ দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোট সম্ভব নয় কারণ তৃণমূল সন্ত্রাস করে ভোটে জিততে চায় তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মানুষ যদি নিজের ভোট দিতে পারে তবে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব নয়। এলাকার সাধারণ মানুষও বেশ কিছুটা ক্ষিপ্ত শাসক দলের উপর। এলাকায় কাঠের কাজ করেন বীরেন দাস বলেন - দীর্ঘ পাঁচ বছরে শাসক দল কিছুই করেনি রাস্তা চলাচলের অযোগ্য একেক জনের নামে দুটো তিনটে করে জব কার্ড অথচ কাজ বা পয়সা কোনটাই পাওয়া হয়নি। এবার পরিবর্তনের সময় এসেছে। অপরপক্ষে এই এলাকায় বেশ কিছু বিড়ি শ্রমিক রয়েছেন যারা বাড়িতেই বিড়িবাদের তারাও এলাকার উন্নয়ন নিয়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায় প্রতিদিন ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা। যদিও তাদের প্রচারকে কটাক্ষ করেছে কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি বলেন - সারাবছর বিরোধীদের দেখা পাওয়া যায় না মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না ভোট আসলেই ভোট পাখির মত পৌঁছে জানত দোরে দোরে। খবরে থাকার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে নাটক করেন তারা। বিপুল উন্নয়ন হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আগামীতে আরো হবে মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করে সন্ত্রাসের আমরা চাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। তুফানগঞ্জের অনেক জায়গায় তো প্রার্থী খুঁজে পাইনি বিরোধীরা আমরা তো আর প্রার্থী খুঁজে দিতে পারি না সে দায়িত্ব আমাদের নয়। ফলে নির্বাচনী প্রচার জমে উঠেছে তুফানগঞ্জে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর পৌরসভা নির্বাচনেও দাঁত ফোটাতে পারেনি বিরোধীরা। তবে প্রথমবারের মতো পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ প্রার্থী দেওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছে বিরোধীরা। বেশ কিছুদিন হলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আক্রমণের ধার বাড়াচ্ছে বিজেপি তুফানগঞ্জের বৃষ্টির এলাকায় এবং বিভিন্ন সময় জনসমাবেশ থেকে শুরু করে মিছিলে তাদের সাথে পা মেলার চেয়ে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ফলে যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তবে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তুফানগঞ্জ বিধানসভার কয়েকটি অঞ্চল আসতে পারে বিরোধীদের হাতে এমনটাই মত ওয়াকিবহল মহলের।

## হাতির তাণ্ডব মেটেলি ব্লকে, ভাঙল তিনটি ঘর

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৪ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরায় হাতির হানা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার রাতে হামলা চালিয়ে তিনটি ঘর ভেঙে দেয় হাতি। খেয়ে নেয় ঘরে মজুত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য। ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন বাড়ির লোকজন। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে সংলগ্ন গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি হাতি মূর্তি নদী পেরিয়ে চলে আসে উত্তর ধূপঝোরা এলাকায়। ফরেস্ট লাইনের নখিন রায়, বাসুপাড়ার কাজল রায় ও গোলাবাড়ি এলাকার অতুল রায়ের ঘর গুঁড়িয়ে দেয় হাতিটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার এলাকায় হাতির হানায় বন দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। রাতে এলাকায় বনকর্মীদের টহলদারি সহ যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তাঁরা। বন দপ্তরের তরফে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

## এবার নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয়, দেবাংশু সহ বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্বরা। তার মধ্যেই এবার নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৬ জুন কোচবিহারের চান্দামারী প্রাণনাথ হাই স্কুলের মাঠে তার জনসভা রয়েছে। আর তার জনসভা কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। গত

লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে গোটা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহার জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেতে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করার পরেও লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ভরাডুবি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। তাই এবার একধারে পঞ্চায়েত নির্বাচন অন্যদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য মাটি শক্ত করতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। সকাল ১১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এই জনসভায় কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। বর্তমানে কোচবিহার জেলায় একটি জনসভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। হেলিকপ্টারে করে তিনি সোজা চান্দামারী জনসভারস্থলে পৌঁছাবেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

## সাতসকালে বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, শহরজুড়ে সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল। ওই ব্যবসায়ীর নাম, প্রভাকর সিং। শনিবার সকাল ৬টা

১৫ মিনিট নাগাদ চম্পাসারী এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ।স্থানীয় এক মহিলা চা বিক্রেতা জানান, এদিন গাড়িতে করে তিনজন এলাকায় আসে। এরপর ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা করলে ওই মহিলা চিৎকার শুরু করেন। এদিকে চিৎকার করায় তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকায় দুষ্কৃতীরা। এরপর মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে গেলে দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ওই মহিলাই ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুরো বিষয়টি জানান। ইতিমধ্যে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এখনও ফোন করে কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি দুষ্কৃতীরা। কেন, কী উদ্দেশ্যে এমনটা করা হল তাও এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। শহরজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

## সায়নীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট! গ্রেফতার বিজেপির প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ ফেসবুকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ সম্পর্কে কুরুচিকর অভিযোগ করেছেন তিনি। তার জেরেই গ্রেফতার। তৃণমূলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বিজেপির এক পঞ্চায়েত প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার পুলিস। ধৃতের নাম সঞ্জয় হালদার ওরফে দুকুল। গলসি থানার আদড়াহাটিতে তাঁর বাড়ি। তিনি এবার বিজেপির টিকিটে আদড়াহাটি পঞ্চায়েত থেকে প্রার্থী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায় পুলিস। পরে আদড়াহাটির বাসিন্দা অশোক বাগদির অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ (২) ধারায় মামলা রুজু করে পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর কথা বলে জামিন চান ধৃতের আইনজীবী। সরকারি আইনজীবী জামিনের বিরোধিতায় বলেন, ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ধৃতকে জামিন দিলে এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সওয়াল শুনে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে ২৭ জুন ধৃতকে ফের আদালতে পেশের নির্দেশ দেন সিজিএম। বৃহস্পতিবার গলসিতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন সায়নী। সেদিন সন্ধ্যায় অশোক ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখতে পান। তাতে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে। সায়নীর সম্পর্কেও ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন, অ্যাকাউন্টটি দুকুল হালদারের নামে খোলা হলেও সেটি আসলে সঞ্জয়ের অ্যাকাউন্ট। বিজেপির প্রার্থীর ফেসবুক পোস্ট নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিস সঞ্জয়কে থানায় ধরে নিয়ে যায়। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস বলেন, পুলিস পুলিসের কাজ করেছে। এতে আমাদের কিছু বলার নেই। পাশাপাশি বিজেপি নেতা সুধীররঞ্জন সাউয়ের দাবি, বিজেপি প্রার্থীকে হেনস্তা করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।

## বোমা ফেটে মৃত্যু হল এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুন ঃ আবার অশান্ত মুর্শিদাবাদ। জেলার বেলডাঙায় বোমা বাঁধার সময় বোমা ফেটে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আলিম শেখ। ভোটের সময় এলাকায় সন্ত্রাস তৈরির উদ্দেশ্যে ওই বোমা তৈরি হচ্ছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর। মৃত আলিম শেখ, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার কাপাসডাঙার বাসিন্দা। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার সকাল থেকে মজ্যেমপুরে এলাকার একটি পাটের জমিতে বোমা বাঁধছিল বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই সময় হঠা করেই বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয়রা বিকট শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পানে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বেলডাঙা থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এক দুষ্কৃতীকে। বাকিরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ২০ টি বোমাও উদ্ধার করা হয়েছে। ওই যুবককে বেলডাঙা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, মৃত্যু হয়েছে আলিম শেখের। ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর উদ্দেশ্যে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল বলেই দাবি স্থানীয়দের। এই ঘটনায় তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

## গঙ্গারামপুর ব্লকে প্রচার সারলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকে প্রচারে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ভোট প্রচারে যান তিনি। এদিন প্রচারে বেরিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনি প্রচারে এসে সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন করছেন, পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাতে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত।' দণ্ডীকাণ্ডের পর তৃণমূলের ভোট ব্যাংক প্রভাব পড়েছে। দণ্ডীকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের তরফে চারটি বন্ধ ডাকা হয়। প্রায় প্রতিটি বন্ধে দণ্ডীকাণ্ড সহ রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া রাখা হয়। দণ্ডীকাণ্ড ও আদিবাসী সংগঠনের বন্ধে তৃণমূলের প্রতি আদিবাসী সমাজের সমর্থনে রাশ আলগা হওয়ার চিত্র ফুটে উঠল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীর বক্তব্য, 'দণ্ডীকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবার আগে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। এটা একটি অপরাধ। এরপর তৃণমূল এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invited Offline short Notice of Quotation for the work of Name of Work: Erection of temporary kitchen shed at different places under Arambagh, Khanakul, Goghat, Tarakeswar and Haripal, Pursurah PS, Dist. Hooghly Construction Division, PWD for Security forces in ensuing Panchayet Election- 2023 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD. Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 02/ 2023-24. Last Date and time limit for issue of quotation paper: 26.06.2023 from 3.00 p.m. Last Date and limit for submission of quotation paper: 28.06.2023 up to 3.00 p.m. Date and time of opening of quotation: 28.06.2023 at 4.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http:// wbpwd.gov.in/home/tender.html

Sd/-N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই বাস উল্টে মৃত এক, আহত ১২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুন ঃ মুর্শিদাবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস । ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা যাত্রীর। আহত কমপক্ষে ১২। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে জেলার দৌলতাবাদ থানার রাধাকান্ত বাগান এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবোঝাই বাসটি বহরমপুর থেকে করিমপুরের দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে খালেদা বিবি (৫৫) নামে এক মহিলার। জানা গিয়েছে, তিনি মেয়েকে নিয়ে বহরমপুরের লালদিঘিতে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। তাঁর মেয়ে আলিয়া পারভীন আহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী। স্থানীয় মানুষজনের হস্তক্ষেপে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে সাময়িক ভাবে রীতিমতো যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় দৌলতাবাদ থানার পুলিশ। তবে কী কারনে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## দলের প্রতীক পেয়েও নির্দল প্রার্থী, আত্মহত্যার হুমকি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জুন ঃ দলের নির্দেশে ডিসিআর কেটে ব্লকে নমিনেশন ফাইল জমা করেছিলেন প্রার্থী হালেমা খাতুন। এমনকি ব্লক থেকে মিলেছিল দলের প্রতীকও। প্রতীক পাওয়ার পর থেকেই বুথে শুরু করে দিয়েছিলেন ভোট প্রচার। তারপরই হঠাৎ রহস্যজনকভাবে ব্লক প্রশাসন থেকে জানানো হয় তাকে ভুল করে প্রতীক দেওয়া হয়েছে। সেই প্রতীক তুলে নেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তাকে নির্দল হিসেবে দাঁড়াতে হবে বুথ থেকে। এমনকি দল তাকে প্রার্থী পদ দেওয়ার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। আর এই অবস্থায় দোলাচলে পড়েছেন প্রার্থী। কি করবেন তিনি কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। ব্লক প্রশাসন থেকে তাকে বারবার ফোন করে এক প্রকার বিরক্ত করে তুলেছেন বলে অভিযোগ। ব্লক প্রশাসন ও দলের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থী হালিমা খাতুনের স্বামী রাজ মুরাদ হুমকি দিয়েছেন তার স্ত্রী দলের প্রতীক না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লক এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানীপুরা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানীপুরা ৫৮ নং বুথের সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা করেছিলেন হালিমা খাতুন। সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে হাতুড়ি, কাস্তে ও তারা প্রতীক পান তিনি। শুধু তাই নয় ব্লক প্রশাসন তাকে প্রতীক পাওয়ার চিঠিও প্রদান করেন। কিন্তু তারপরেই শুরু হয় গোলমাল। হঠাৎই হালিমা খাতুন কে জানানো হয় তাকে প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না। এবং ব্লক প্রশাসন জানান তাকে নির্দল হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নৌকা প্রতীক চিহ্ন নিতে হবে। রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম এর কনভেনার আব্দুল মান্নান জানান, ওই সিটে কংগ্রেস থেকে জোট প্রার্থী হিসেবে নাজিদা বানুকে মনোনীত প্রার্থী করা হয়েছে। ব্লকের ভুলের কারণে হয়তো তার নামের পাশে সিপিআইএম এর কাস্তে, হাতুড়ি ও তারা প্রতীক পড়ে গিয়েছে। হালিমা খাতুন দলকে না জানিয়ে গোপনভাবে নমিনেশন ফাইল জমা করেছিলেন।দল পরে জানতে পারেন। প্রতীকের জন্য তার নামে ব্লকে বি ফর্ম জমা করা হয়নি। তাহলে সে কি করে প্রতীক পেল? সিপিআইএম এর মনোনীত প্রার্থী হালিমা খাতুন জানান, দলের নির্দেশে তিনি মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। দল তাকে প্রতীক দিয়েছে। এখন অস্বীকার করছে। এলাকার মানুষ তাকে সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে জেনে গেছেন। তিনি বুথে ভোট প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন। দল তাকে না জানিয়ে গোপনভাবে জোট করে কংগ্রেসের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। এটা দলের ভুল। সে এই প্রতীক নিয়েই লড়বেন। ব্লক প্রশাসন বারবার ফোন করে তাকে চাপ দিচ্ছেন তিনি যেন অতিসত্বর ব্লকে এসে তার প্রতীক চিহ্ন বাতিল করে প্রদত্ত প্রতীক চিহ্ন নিয়ে যান। আর এরপরে হালিমা খাতুন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। সে আরো জানান, তিনি কখনোই নির্দল হিসেবে দাঁড়াবেন না। আর তার প্রতীক কেড়ে নিলে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও এই প্রসঙ্গে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন ভুল করে ওই প্রার্থীর পাশে সিপিআইএম এর প্রতীক পড়ে গিয়েছে। সেটা সংশোধন করার জন্য ওনাকে ফোন করে ডাকা হচ্ছে। উনি ব্লকে আসছেন না।

## আটা ও ময়দা কিনে দাম না দেওয়ায়, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে আটা ও ময়দা কিনে, তার দাম না দেওয়ার অভিযোগে মাটিগাড়া এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের শনিবার তোলা হল শিলিগুড়ি আদালতে। জানা যায়, চলতি মাসের ১৫ তারিক একটি বেসরকারি কোম্পানির থেকে ১৪ বস্তা আটা ও ১১ বস্তা ময়দা অর্ডার করেছিলেন সাগর চৌধুরী

নামে এক ব্যবসায়ী। সেই মত বাগডোগরা এলাকার কৈলাস টাপারিয়া নামে এক ব্যবসায়ীর দোকানে সেই সামগ্রী গুলি পৌঁছে যায়। কিন্তু তারপরেও সেই সামগ্রীর দাম দেয় না তারা। তারপর থেকে সামগ্রীর টাকা চেয়ে নীতেশ সাহানি নামে ওই কোম্পানির এক কর্মী বারংবার সাগর চৌধুরীকে ফোন করলে তার ফোন বন্ধ থাকে। দীর্ঘ কয়েক দিন কেটে গেলে ২৪ তারিখ সকালে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নীতেশ সাহানি। অভিযোগ দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শনিবারই শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার সিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি গাড়ি থেকে সেই সামগ্রী উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় সাগর চৌধুরী এবং কৈলাস টাপারিয়াকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গাড়ির চালক বিকাশ মহন্ত পুলিশের সাক্ষী হওয়ায় তাকে আটক করা হয়নি। শনিবার দুপুরে ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাটিগড়া থানার পুলিশ।

## চায়ের সর্বোচ্চ মূল্য পেল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ আন্তর্জাতিক চা দিবসে তোলা চা পাতা থেকে তৈরি চায়ের সর্বোচ্চ মূল্য পেল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। এই বাগানের তৈরি সিটিসি চায়ের সর্বোচ্চ দাম নিলামে পাওয়া গেল ৫১৬ টাকা কেজি। বিষয়টি নিয়ে খুব খুশি চা বাগানের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিকরা। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে বরাবরই উৎকৃষ্ট মানের চা-উৎপাদন করা হয়। সর্বোচ্চ মানের দিক থেকে এবছর আরও একটি সাফল্যের পালক যুক্ত হল এই বাগানে। ২১ মে ছিল আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেই দিন এই বাগান থেকে তোলা চা পাতা থেকে যে চা তৈরি হয়েছিল ডুয়ার্স ও তরাইয়ের সিটিসি বিভাগে সেই চায়ের সর্বোচ্চ দাম উঠল নিলামে। এই প্রসঙ্গে চা বাগানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জীবনচন্দ্র পান্ডে বলেন, আবহাওয়ার খারাপ পরিস্থিতির জন্য এবার উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোর অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। মরসুম শুরুর সময় থেকেই ভীষণভাবে বৃষ্টির অভাব ছিল। এমন প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে আমাদের বাগানের তৈরি চা এবারও সর্বোচ্চ দাম পেয়েছে। সিটিসি চায়ের সর্বোচ্চ দাম নিলামে পাওয়া গেল ৫১৬ টাকা কেজি দরে। চায়ের দাম খুব ভাল মেলায় উৎসবের আমেজ রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যেও। এই সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের মিষ্টিমুখ করিয়েছেন বাগান কর্তৃপক্ষ।

কাটিহার মণ্ডলে ১১ কেজি ওভারহেড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৬-২০২৩/ টিইএম (নিমাইটি নং. টিইএল/৫০২৩/ পি/৩৫৯৭৬৩/৩০৩ তারিখ ২১-০৬-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নম্বর: ১। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডল (১) ০১ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/কাটিহার কর্তৃপক্ষের অধীনে কাটিহার-সোনাইটি, কাটিহার-ভাগা, কাটিহার-কোশী এবং আররিয়া কোর্ট-সিমরাহা মধ্যের মোট ১১ কেজি ওভারহেড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য। (২) ০১ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/কাটিহার কর্তৃপক্ষের অধীনে ফতেবেলগঞ্জ জাংশন-ফোরবেসগঞ্জ মধ্যের মোট ১১ কেজি ওভারহেড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য। (৩) বক্সা-ভালুকাটি, বারসোই জাংশন-অরুন, মুকুরিয়া-গুড়িয়াহাটের মধ্যে, বারসোই জাংশন সিগনালিং উল ট্রেশন থেকে বারসোই জাংশন রেলওয়ে গেটওয়ার কাটিস পর্যন্ত ০১ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/কাটিহার/বারসোই জাংশনের উপরোক্ত মধ্যের অধীনে একটি ওভারহেড লাইন এবং উল ট্রেশন সহিত ১১ কেজি ওভারহেড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২২,৬৯,৯৭৭.৯৫/- টাকা। সাফল্য মূল্য ৫৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৪-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১৪-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করুন।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জি এণ্ড সিএইচ, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

জলপাইগুড়ি রোড-গোসাইগাঁও হাট সেকশনে টিটিমার কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬১/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে; তারিখ: ২১-০৬-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: ৩১-এপি-১-২০২৩। কাজের নাম: জলপাইগুড়ি রোড-গোসাইগাঁও হাট টিটিমার-২২ সেট। টেন্ডার মূল্য: ১,২৫,৫৫,৪০৮.০৩ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,১২,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার

## রসনা

# চিংড়ি মাছের ভর্তা কি করে তৈরী করা যায় ঝটপট বানিয়ে ফেলুন তাওয়া পোলাও

বাঙালির পাতে চিংড়ি না পরলে জমে না খাওয়া। কদর বরাবর। কখনও পুঁই শাকের সঙ্গে, কখনও সর্ষে বাটা দিয়ে জমে ওঠে পেটপুজো। ডাব চিংড়ি কিংবা মালাইকারিতেও কোনও আপত্তি নেই। এহেন চিংড়ির আরও একটি পদ এখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কী সেই পদ? চিংড়ি মাছের ভর্তা। সহজ পদ্ধতিতেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু এই খাবার।

কি কি লাগে-খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছ,তেল (সর্ষের তেল হলে ভাল হয়),পিঁয়াজ,রসুন,কাঁচা লঙ্কা,শুকনো লঙ্কা,আর ধনেপাতা

কি ভাবে তৈরী- চিংড়ি মাছ নিয়ে প্রথমে তাতে নুন ও হলুদ ভাল করে মাখিয়ে নিন। তা এক জায়গায় ঢেকে রেখে। পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নিন। ধনেপাতা কুচি কুচি করে কেটে রাখুন। রসুন ছুলে রাখুন ও কাঁচা লঙ্কা ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল দিন। গরম তেলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে ভেজে নিন। বেশি কড়া করে ভাজবেন না। তেল থেকে মাছগুলো তুলে নিয়ে তাতে পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। নরম করে ভাজবেন।

আবার একটু তেল নিন। এবার তাতে গোটা শুকনো লঙ্কা ভেজে তুলে নিন। কিছু ধনেপাতা দিয়ে সামান্য নরম করে ভেজে তুলে নিন। ভাজা শুকনো লঙ্কা একটা পাত্রে নিয়ে হাত দিয়ে ডলুন। এবার মিক্সিতে সমস্ত কিছু একসঙ্গে দিয়ে পেস্ট করে নিন। চাইলে শিলনোড়া দিয়েও বেটে নিতে পারেন। বাটার পর একবার নুনের স্বাদটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন। এবার গোটা মিশ্রণে একটু সর্ষের তেল দিয়ে ভাল করে মেখে নিলেই তৈরি গরমাগরম চিংড়ির ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে।

পোলাওয়ের নাম শুনলে সকলেরই জিভে জল আসে! ভোজন রসিক বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় খাবার এটি। উৎসব-অনুষ্ঠান হোক বা পারিবারিক ভোজ, বাঙালীর মেনুতে পোলাও থাকেই! আমিষ, নিরামিষ মিলিয়ে পোলাওয়ের রকমারি গুণে শেষ করা যাবে না। তবে কখনও তাওয়া পোলাও খেয়েছেন? মুম্বইয়ের অত্যন্ত বিখ্যাত খাবার এটি। খুব সহজে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন তাওয়া পোলাও। রইল রেসিপি।

তাওয়া পোলাওয়ের উপকরণ- ২ কাপ সাদা ভাত, ২টো সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কড়াইশুঁটি পরিমাণমতো, গাজর কুচি, ১ চা চামচ গোটা জিরা, ১টা তেজপাতা, ১ চা চামচ পাও ভাজি মশলা, ১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণমতো সাদা তেল, ধনে পাতা কুচি, পাতিলেবুর রস, স্বাদ অনুযায়ী লবণ।

তাওয়া পোলাও বানানোর পদ্ধতি- কড়াইতে তেল গরম করে গোটা জিরা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। ফোড়ন একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজ কুচি ও গাজর কুচি দিন। এক মিনিট মতো নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। তারপর টমেটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কড়াইশুঁটি দিয়ে দিন। সব সবজি মিনিট তিনেক নাড়াচাড়া করে ভেজে নিন। সেদ্ধ আলু টুকরো করে দিয়ে দিন এতে।

সবজিগুলো হালকা ভাজা হয়ে এলে এতে দিয়ে দিন পাও ভাজি মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন। মশলা ভাল ভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিন এক মিনিট। এবার কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে তাতে দিয়ে দিন সাদা ভাত। সবজি, মশলার সঙ্গে ভাত মিশিয়ে নিন ভাল ভাবে। তারপর আবার কড়াইয়ের ঢাকনা চাপা দিন। মাঝারি আঁচে দু'মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। মিনিট দুয়েক পর ঢাকনা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে নিন। ধনে পাতা কুচি ও লেবুর রস ছড়িয়ে মিশিয়ে দিন। এবার গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নিন। গরম গরম জমিয়ে খান সুস্বাদু তাওয়া পোলাও।

# বর্ষার বিকেলে চায়ের সঙ্গে জমিয়ে খান স্যুইট পটেটো বল!

বর্ষার দুপুরে যেমন খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা, তেমনই বিকেলে এক কাপ চা এবং গরমাগরম তেলেভাজা। এ যেন বাঙালির অলিখিত নিয়ম। বেগুনি, পেঁয়াজি, আলুর চপ, মোচার চপ, কোনওটাই বাদ পড়ে না। কখনও মিষ্টি আলু দিয়ে তৈরি চপ বা পকোড়া খেয়েছেন? আজ আপনাদের জন্য রইল মুচমুচে স্যুইট পটেটো বলের রেসিপি। স্যুইট পটেটো বল তৈরির উপকরণ ২টো মিষ্টি আলু, অর্ধেক ক্যাপসিকাম, ২ টেবিল চামচ ময়দা, ২ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, অর্ধেক পেয়াজ, ১-২টো কাঁচা লঙ্কা, হাফ কাপ ব্রেড ক্রাম্বস, ১২ চা চামচ কালো মরিচ, ভাজার জন্য সাদা তেল। স্যুইট পটেটো বল বানানোর পদ্ধতি- মিষ্টি আলু ভাল করে জলে ধুয়ে নিন। তারপর সেদ্ধ করতে বসান। আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন। একটি বাটিতে মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো এবং ময়দা একসঙ্গে নিয়ে মাখিয়ে নিন ভাল ভাবে। অন্য একটি পাত্রে অল্প জলের সঙ্গে কর্ন ফ্লাওয়ার মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করুন। কড়াইতে বেশি করে সাদা তেল ঢেলে গরম করতে বসান। আলুর মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে ছোটো ছোটো বলের আকারে গড়ে নিন। আলুর বলগুলি প্রথমে কর্ন ফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে নিন। তারপর ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে গরম তেলে ছাড়ুন। লাল মুচমুচে করে ভেজে নিন সবকটা বল। ভাজা হয়ে গেলে টমেটো কেচাপ, পুদিনা চাটনি বা মেয়োনিজ সহযোগে পরিবেশন করুন স্যুইট পটেটো বল। বর্ষার দিনে গরম চায়ের সঙ্গে জমে যাবে!

## বর্ষার দিনে জমিয়ে খান ভুনা খিচুড়ি

বর্ষাকাল এলেই খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছেটা আরও বেড়ে যায়। আর সঙ্গে যদি থাকে বেগুনি ও ইলিশ মাছ ভাজা, তাহলে তো কথাই নেই! সাধারণত ডালেচালে একেবারে পাতলা খিচুড়িই রান্না হয়। তবে এবার চেখে দেখুন একেবারে ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি। এটি বানাতে খাটনিও কম, আর খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু। জেনে নিন কী ভাবে বানাবেন ভুনা খিচুড়ি। ভুনা খিচুড়ির উপকরণ এক কাপ গোবিন্দভোগ চাল, এক কাপ ভাজা মুগ ডাল, ১ চা চামচ গ্রেট করা আদা, গোটা জিরা, গোটা গরম মশলা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, ২টো তেজপাতা, ২টো শুকনো লঙ্কা, গরম মশলা গুঁড়ো, পরিমাণমতো সাদা তেল ও ঘি, কাজুবাদাম ও কিশমিশ, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি। ভুনা খিচুড়ি বানানোর পদ্ধতি চাল ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। কড়াই গরম করে শুকনো কড়াইতে মুগ ডাল একটু ভেজে নিন। তারপর ভাজা মুগ ডালও ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেবেন। কড়াইতে তেল ও ঘি একসঙ্গে গরম করে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে ফোড়ন দিন। ফোড়ন একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। এর পর চাল ও ডাল দিয়ে মিশিয়ে নিন ভাল ভাবে। এর মধ্যে আদা বাটা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন কিছুক্ষণ। নুন, কাজুবাদাম, কিশমিশ দিয়ে আরও একটু ভেজে নিন। এবার এর মধ্যে চার কাপ মতো গরম জল দিন। জল ফুটে উঠলে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢাকনা দিন মিনিট দশেকের জন্য। এর পর ঢাকনা খুলে আলতো করে একটু নেড়েচেড়ে নিন। স্বাদ মতো চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার একদম লো ফ্লেমে আরও ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। কড়াইয়ের ঢাকা খুলে খিচুড়ির ওপর গরম মশলা গুঁড়ো ও ঘি ছড়িয়ে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। এই সময় আঁচ একেবারে নিভিয়ে দেবেন। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন ভুনা খিচুড়ি।

# বীরত্বের সম্মানে প্রতীকী স্তম্ভ, শ্রীনগরে বলিদান স্তম্ভের শিলান্যাস করলেন অমিত শাহ

শ্রীনগর, ২৪ জুন ঃ শ্রীনগরের 'বলিদান স্তম্ভ-র শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালে শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল প্রতাপ পার্কে 'বলিদান স্তম্ভ'এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন অমিত শাহ। স্মৃতিসৌধটি শ্রীনগর স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে নির্মিত হবে, যারা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই নির্মিত হবে 'বলিদান স্তম্ভ'। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু ও কাশ্মীরে দু'দিনের সফরে রয়েছেন, উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে শহরের কেন্দ্রস্থল লাল চক এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন তিনি, এরপর বীরত্বের সম্মানে প্রতীকী স্তম্ভ 'বালিদান স্তম্ভ'এর ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। কর্তব্যরত অবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যে সমস্ত জওয়ানরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এদিন দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরিবারের সদস্যদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি।

আজ লিলুয়া ওয়ার্কশপে পরিদর্শন করছেন শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে।

# আগ্রায় লেভেল ক্রসিংয়ে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় লাইনচ্যুত মালগাড়ি, আহত ৬

আগ্রা, ২৪ জুন ঃ ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ি। এবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় লেভেল ক্রসিং পারাপার হওয়ার সময়ে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে বেলাইন হল মালগাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। শনিবার সকালে আগ্রার বাঁশি পাহাড়পুররুপবাস লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময়ে সংঘর্ষ হয় ট্র্যাক্টর এবং মালগাড়ির। ট্র্যাক্টরে গিয়ে সোজা ধাক্কা মারে দ্রুতগামী ওই মালগাড়ি। দুর্ঘটনায় মালগাড়ির চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে, আগ্রার উত্তর মধ্য রেলওয়ে ডিভিশনের তরফে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বেলাইন হওয়া মালগাড়ির নম্বর বিএক্সআর স্পেশাল (এলডি৪২ বিসিএন ০১বিবি) ইপি নং ৩১৮২৩। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মালগাড়ির ইঞ্জিনের চারটি চাকা লাইন থেকে সরে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। যাদের তড়িঘড়ি নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌছয় রেল কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনা মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। এছাড়াও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল।

# ঘরে কি ভেটকি মাছ আছে? বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ফিশ চপ!

সন্ধ্যে হলেই চপ, কাটলেটের প্রতি ঝোঁক বাড়ে সকলেরই। আর চোখের সামনে যদি থাকে মাছের চপ, তাহলে তো কথাই নেই। বাড়িতে ভেটকি মাছ থাকলে তা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন মুচমুচে মুখরোচক ফিশ চপ। দেখে নিন কি ভাবে বানাতে হয়- ভেটকি মাছের চপ তৈরির উপকরণ ভেটকি মাছের পিস কয়েকটা, ২টো ডিম, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে পাতা কুচি, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, অল্প ময়দা, স্বাদ অনুযায়ী নুন, ভাজার জন্য সাদা তেল। ভেটকি মাছের চপ তৈরির পদ্ধতি ভেটকির ফিলেগুলো ভাল করে জলে ধুয়ে নিন। এবার নুন জলে মাছগুলো সেদ্ধ করে নিন। একটা বাটিতে ভেটকি মাছ নিয়ে তাতে নুন ও লেবু মাখিয়ে সামান্য চটকে নিন।

এ বার মাছের মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে পাতা কুচি, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো ও অল্প ময়দা দিয়ে মাখিয়ে নিন ভাল করে। মাছের এই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে প্রথমে বলের আকার গড়ে নিন। তার পর হাতের তালুর সাহায্যে আলতো করে সামান্য চেপে দিন। একটি পাত্রে ব্রেড ক্রাম্বস রাখুন। অন্য একটি পাত্রে নুন দিয়ে ডিম ফেটিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করতে বসান। মাছের চপগুলো প্রথমে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিন। তারপরে ব্রেড ক্রাম্বসএ ভাল ভাবে কোট করে গরম তেলে ছেড়ে দিন। উল্টেপাল্টে লালচে করে ভেজে নিন চপগুলো। ব্যস, তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে ভেটকি মাছের চপ! টমেটো সস বা কাসুন্দির সঙ্গে পরিবেশন করুন মুচমুচে মাছের চপ।

# পুরীর জগন্নাথ দেবের ভোগে থাকে সুস্বাদু ডালমা,বাড়িতেই এবার বানিয়ে ফেলুন

ওড়িশার অন্যতম বিখ্যাত খাবার 'ডালমা'। বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে তৈরি ডালের একটি ওড়িয়া পদ এই ডালমা। এমনকী পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভোগেও থাকে এই পদটি। পুরীতে জগন্নাথদেবের কাছে সারা দিনে তিন বার ভোগ নিবেদন করা হয়। তার মধ্যে দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে যে মধ্যাহ্ন ভোগটি দেওয়া হয়, তা বিশেষ আকর্ষণীয়। এই ভোগে থাকে মোট ৪০টি পদ। তার মধ্যে একটি হল 'ডালমা'। বাড়িতেও খুব সহজেই বানাতে পারেন এই পদ। কী ভাবে তৈরি করবেন? দেখুন তার রেসিপি। ডালমার উপকরণ- এক কাপ মুগ ডাল, আধা কাপ অড়হর ডাল, ১৩ কাপ ছোলার ডাল, একটা বেগুন, অর্ধেক ১-২টো গাঠি কচু, নুন, হলুদ গুঁড়ো, ২টো তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, শুকনো লঙ্কা, গোটা গোলমরিচ, গোটা জিরে, দারুচিনি, ছোটো এলাচ, পাঁচফোড়ন, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে পাতা কুচি। ডালমা বানানোর পদ্ধতি গ্যাসে কড়াই গরম করে চারটে শুকনো লঙ্কা, গোটা গোলমরিচ, ২ চা চামচ গোটা জিরে, ২-৩টে দারুচিনি এবং দু'টো ছোটো এলাচ শুকনো খোলায় একটু নেড়ে নিন। তারপর এই মশলাগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। মুগ ডালও গরম কড়াইতে একটু ভেজে নিন। ডালের রঙ হালকা পরিবর্তন হলে আঁচ নিভিয়ে দিন। ওই মুগ ডালের মধ্যেই অড়হর ডাল, ছোলার ডাল মেশান। এবার এই মেশানো ডাল জলে ধুয়ে নিন ভাল করে। প্রেশার কুকারে ডাল সেদ্ধ করতে বসান। তবে এখন ঢাকনা চাপাবেন না। সব সবজির খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। জলে ধুয়ে নেবেন ভাল করে। ডাল ফুটতে শুরু করলে সবজিগুলো কুকারে দিয়ে দিন। এর সঙ্গেই নুন, হলুদ, তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিন। এবার কুকারের ঢাকনা লাগিয়ে সেদ্ধ হতে বসান। দু'টো সিটি দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ১০ মিনিট পর কুকারের ঢাকনা খুলে হাতা দিয়ে একবার নেড়েচেড়ে নিন।

# উত্তর পূর্ব রেলে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৪ জুন ঃ গ্রীষ্মে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৫০৬৩ ছাপড়া-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন, যা ইতিমধ্যেই ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন দ্বারা চালানো হচ্ছে। জুন ৩০, ২০২৩ এবং ০৫০৬৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-সিওয়ান গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি ০২ জুলাই, ২০২৩-এ এক ট্রিপের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৫০৬৩ ছাপড়া-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সামার স্পেশাল ট্রেনটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে ১৬.১৫ ঘটিকায় ছাপরা ছাড়বে এবং সিওয়ান থেকে ১৭.২৫ টায় ছাড়বে, দেওরিয়া সদর ১৮.৫০ টায়, গোরখপুর ২০.৫৫ টায়, ২০২৩ খলিলাবাদ ২৩.৩ টায়। ঘন্টা, গোন্ডা এ ২৩.২০ ঘন্টা দ্বিতীয় দিন, বাদশানগর থেকে ০১.৪৩ ঘন্টা, আইশবাগ থেকে ০২.২০ ঘন্টা, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৪.১৫ ঘন্টা, ভারুওয়া সুমেরপুর থেকে ০৬.০৫ ঘন্টা, রাগৌল থেকে ০৬.২৫ ঘন্টা, ০৭.৪৫ ঘন্টা থেকে ০৭.৪৫ ঘন্টা, বিকাল ০৭.৪৫ ঘন্টা, ৮.৪৭ ঘঃটা সাতনা থেকে .১৫ ঘন্টা, কাটনি থেকে ১৩.৪৫ ঘন্টা, এটি জবলপুর থেকে ১৬.১৫ ঘন্টায়, ২০.০৫ ঘন্টায় ইটারসি, ০০.১৫ ঘন্টায় ভুসাওয়াল, ০৩.৩৫ ঘন্টা নাসিক রোড। এবং ০৬.৩০ ঘন্টায় কল্যাণ থেকে তৃতীয় দিনে ছেড়ে যাবে এবং লোকমান্য তিলক ২০৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০৬৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-সিওয়ান সামার স্পেশাল ট্রেনটি লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ০২শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে ১২.৪৫ ঘটিকায় ছাড়বে।


**Name Change**

I, MAHINUL RAHAMAN (old name) S/O SK SAHADAT RAHAMAN residing at Arapanch, PS-Sonarpur, Kolkata-700150 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK MAINUL RAHAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/06/2023. MAHINUL RAHAMANand SK MAINUL RAHAMAN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, PRONOB KANTI ROY (old name) S/O Probodh Chandra Roy residing at 10, Regent colony regent Park,Tollygunge, Kolkata- 700040 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRONAB KANTI ROY, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 22/06/2023. PRONOB KANTI ROYand PRONAB KANTI ROY both are same and one identical person.

**Name Change**

I, AMIT SARAOGI (old name) S/O ANAND KUMAR SARAOGI residing at100 S N ROY ROAD,FLAT-3D,PS- BEHALA, KOLKATA -700038 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AMIT KUMAR SARAOGI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/06/2023. AMIT SARAOGIand AMIT KUMAR SARAOGIboth are same and one identical person.

**Name Change**

I, SHANTI GUPTA (old name) D/O KASHI SAO residing at Shiddha Galaxy-2, Ophelia-1009, Rajarhat Main Road, Raigachi, Rajarhat, Bidhannagar, Pin-700135 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHANTI DEVI GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/06/2023. SHANTI GUPTA and SHANTI DEVI GUPTA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Jayanta Bhattacharya (old name) S/O Janardan Bhattacharyya Presently residing at Green Leaf, VIP Enclave, PH-3, BL-B, FL-301, P.S.- Baguiati, North 24 Parganas, Pin- 700059, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jayanta Bhattacharyya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2023.

**Name Change**

I, TAUFIK ALAM (old name) S/O MD KAMRU JAMA residing at G-247, Ramnagar Lane, Gadden Reach, Kolkata-700024 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD TOUFIK ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/06/2023. TAUFIK ALAM and MD TOUFIK ALAM both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Patrali Bhattacharya (old name) D/O Sukumar Dutta Presently residing at Green Leaf, VIP Enclave, PH-3, BL-B, FL-301, P.S.- Baguiati road, North 24 Parganas, Pin-700059, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Patrali Bhattacharyya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2023.

**Name Change**

I, DULAL CHANDR BIR(old name) S/O BANCHARAN BIR residing at 12 Biswambhar Mullick Lane, PO-Hatkhola, Kolkata-700005 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) DULAL BIR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/06/2023. DULAL CHANDR BIR and DULAL BIR both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Srinjoy Bhattacharya (old name) S/O Jayanta Bhattacharyya Presently residing at Green Leaf, VIP Enclave, PH-3, BL-B, FL-301, P.S.- Baguiati, North 24 Parganas, Pin- 700059, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Srinjoy Bhattacharyya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2023.


# বাল সাহিত্য পুরস্কার ও যুব পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষিত

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ সাহিত্য অ্যাকাডেমি এই বছরের ২২ জন বাল সাহিত্য পুরস্কার ও ২০ জন যুব পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করেছে। হিন্দি ভাষা বিভাগে, সূর্যনাথ সিং তার ছোট গল্পের সংকলন কটুক অ্যাপএর জন্য বালসাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুধা মূর্তি তার ছোট গল্পের সংগ্রহ গ্রান্ড পেরেন্টস ব্যাগ অফ স্টোরিজএর জন্য বাল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। অতুল কুমার রাই তার উপন্যাস চাঁদপুর কি চানদার জন্য যুব পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। মারাঠি ভাষায় একনাথ আভাদ তার 'চান্দ দেই আনন্দ'-এর জন্য বাল সাহিত্য পুরস্কার জিতেছেন এবং বিশাখা বিশ্বনাথ 'স্বতাহলা স্বতবিরুদ্ধ উভে কর্তানা'-এর জন্য যুব পুরস্কার জিতেছেন।

# যান চলাচলের জন্য খোলা হল জম্মুশ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ২৪ জুন ঃ এক দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার সকালে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কটি যান চলাচলের জন্য পুনরায় খোলা হয়েছে । শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হওয়া মেরামত কাজ চলে শনিবার সকাল পর্যন্ত। ভূমিধসের কারণে প্রশাসন শুক্রবার মেরামত কাজের জন্য হাইওয়ে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রামবন জেলার দিলওয়াস, ক্যাফেটেরিয়া মোড় এবং নাচলানা সহ অন্যান্য জায়গায় মেরামত করা হয়েছে। শনিবার সকালে সড়কটি সংস্কারের পর যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। এদিকে মুঘল রোড এবং শ্রীনগরলেহ হাইওয়েও যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত।

# ইস্টার্ন রেলওয়ে হাওড়া ও রাক্সউলের মধ্যে ঈদের বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ ঈদ উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় দূর করতে, পূর্ব রেল হাওড়া এবং রাক্সৌলের মধ্যে একটি ঈদ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩০২১ হাওড়া-রাক্সউল ঈদ স্পেশাল হাওড়া থেকে ২৩,০০ টায় ছেড়ে যাবে ২৭.০৬.২০২৩ তারিখে ১৪,১৫ ঘটিকায় রাক্সৌলে পৌঁছাবে এবং ০৩০২২ রাক্সৌল-হাওড়া ঈদ স্পেশালটি রাক্সৌল থেকে ১৬,৫৫ থেকে ০২০২৩ ০২০২৩ এ ছাড়বে। পরের দিন ০৮,৫০ টায় হাওড়া পৌঁছান। ট্রেনটি ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডিহ স্টেশনে পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে উভয় দিকে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩০২১ হাওড়া-রাক্সউল ঈদ স্পেশালের বুকিং ২৪.০৬.২০২৩ থেকে পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। সাধারণ ভাড়ার পাশাপাশি বিশেষ চার্জ আদায় করা হবে। রেয়াতি বুকিং অনুমোদিত নয়. তৎকাল কোটা পাওয়া যায় না।

# যাত্রীদের সুবিধার্থে সামার স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা সম্প্রসারণ

মালিগাঁও, ২৪ জুন ঃ অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির সময়সীমা বিদ্যমান চলাচল, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। সেই অনুযায়ী, ০৫৬১৬ নং. (গুয়াহাটি উদয়পুর সিটি) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ২ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার করে ১৮টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৫৬১৫নং (উদয়পুর সিটি গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ৫ জুলাই থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে ০৫৭৬২ নং. (কাটিহার রাঁচি) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ৬ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৫৭৬১নং (রাঁচি কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ৭ জুলাই থেকে ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৫৭৩৪ নং. (কাটিহার অমৃতসর) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ৮ জুলাই থেকে ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৫৭৩৩নং (অমৃতসর কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ১০ জুলাই থেকে ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০২৫১৮ নং. (গুয়াহাটি কলকাতা) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ১৫ জুলাই থেকে ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০২৫১৭নং (কলকাতা গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ১৩ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০২৫০২ নং. (আগরতলা কলকাতা) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ১২ জুলাই থেকে ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০২৫০১নং (কলকাতা আগরতলা) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ১৬ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৫৬৩৯ নং. (শিলচর কলকাতা) স্পেশাল ট্রেনটি এখন ২

*কোচবিহারের ১৭ নম্বর জেলা পরিষদ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান প্রার্থী আব্দুল জলিল আহমেদের প্রচার।*

# ভাঙা সাইকেল আর ফুটো নৌকা কোনো কাজে আসবে না মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুন ঃ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখন সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সামনে রেখে জনসংযোগ বাড়াতে। তার মধ্যেই একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে চলে আসছে

শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ভরতপুর দুই নম্বর ব্লকে তৃণমূলের তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের সংগঠনের পাঠ পড়াতে আর জনসংযোগ বাড়ানোর বার্তা দিতেই শীর্ষস্তরের নেতারা প্রয়াস চালাচ্ছেন। এই সভাতে সিদ্দিকুল্লাহ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে কটাক্ষ করে বলেন, হুমায়ুন আগুন নিয়ে খেলছেন। দল বিরোধী কাজ বন্ধ করুন না হলে দল ছেড়ে কথা বলবে না। তৃণমূলের এই সভাতে ব্লক সভাপতি উপস্থিত থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হুমায়ুন। সেই প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিদ্দিকুল্লাহ। এবার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বললেন, কাজ করতে করতে বিধায়ক খুব ক্লান্ত। এখন আরাম করছেন। দলে থেকে দলবিরোধী কাজ করব, এটা কিন্তু হবে না। এছাড়াও নির্দল বিষয়ে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন ভাঙা সাইকেল নিয়ে দাঁড়ান আর ফুটো নৌকা নিয়ে দাঁড়ান কোনো কাজে আসবে না। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, দল যা পারে করুক। আমার কিছু যায় আসে না। ক্ষমতা থাকলে দল আমাকে বহিস্কার করুক, নির্দল হয়েও জিতে দেখাব।

# নির্বাচনে নিরাপত্তার দাবীতে সংগ্রাম যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে সরকারি কর্মচারীদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সেই সরকারি কর্মচারীদের ভোটের ডিউটির প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। শনিবার বর্ধমান শহরের বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুলে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। তাদের মূল দাবি হলো পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতি বুথে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে এই রাজ্য সরকার যেভাবে ভোট করাচ্ছে তা আপনারা সবাই জানেন। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটে যে হিংসাত্মক সংঘর্ষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই হিংসাতে একজন ভোট কর্মীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। তাই আমাদের দাবি সাধারণ ভোটার ও ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই প্রতিটি বুথে কেন্দ্র বাহিনী চাই বলে দাবী জানিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

# বিপুল সংখ্যক বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ দুইজন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুন ঃ সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের মোড়ভাঙ্গা আদাবারি এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ দুইজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর সন্তোষ দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বোম তৈরি করার জন্য সরঞ্জাম মজুত করা হয়েছিল। বোমা তৈরির সরঞ্জামের পাশাপাশি তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, দুপুর ১২ঃ৪৫ মিনিট নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিতাই থানা পুলিশ মোর ডাঙ্গা আদাবাড়ি এলাকায় সন্তোষ দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু বোমা তৈরি সরঞ্জাম করেছে। বোমা তৈরি সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ৭০ টি জর্দার কৌটা, আয়রন স্পিন্টার তিন কেজি, আয়রন বল ৩ কেজি, মার্বেল ২ কেজি, দেড়শো পিস চকলেট বোম, আয়রন পিন হাফ কেজি, এবং ছয় রোল সুতলি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ আরো জানান, বোম তৈরির সরঞ্জামের পাশাপাশি তিনটি তাজা বোম উদ্ধার হয়েছে ওই বাড়ি থেকে। ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

# বোমা বাঁধার অভিযোগে ধৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৪ জুন ঃ বোম বাঁধার অভিযোগে জোট প্রার্থী সহ সবমাল ধৃত সাঙ্গপাঙ্গরা। ভোটের আগে এইভাবে অশান্তির চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। জানা গেছে, বাড়ির ছাদে বোমা বাঁধতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার বাম ও কংগ্রেসের জোটপ্রার্থী। বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার হাসন কেন্দ্রের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জোট প্রার্থীর সঙ্গে আরও পাঁচজনকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেখান থেকে দুই ড্রাম ভর্তি বোমা, সুতলি, বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত বারুদ, লোহার টুকরো, শিল নোড়া, ভূসি সব উদ্ধার করে পুলিশ। আদালত ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজত দেয়, বলে জানান সরকারি আইনজীবী সুরজিত সিনহা। গোপন সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোরের দিকে, মাড়গ্রাম থানার পুলিশ বাহির গড়া গ্রামে শেখ টমের বাড়ি ঘেরাও করে। তার বাড়ির ছাদে মুর্শিদাবাদ থেকে ভাড়া করা লোক এনে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় বাম-কংগ্রেসের জোটপ্রার্থী ওয়াসিক শেখ সহ পাঁচজনকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে গিয়াসুদ্দিন শেখ, ডিউক শেখ ও আনারুল শেখ। আনারুল মুর্শিদাবাদের ঝিল্লি এলাকার খাসপুরের বাসিন্দা। জানা গেছে, তাকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয় বোমা তৈরির জন্য। বাকি সাগরেদরা সকলে এলাকার সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী হিসাবে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা বাড়ির ছাদে মদ্যপান করতে করতে বোমা বাঁধার কাজ করছিল। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের পর্যবেক্ষক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য বলেন, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কারা অশান্তি করতে চাইছে। বিরোধীরা বোমা- অস্ত্র মজুত করে বীরভূমকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ব্যাপারে জানতে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মিল্টন শেখ বলেন, কংগ্রেস কর্মীদেরকে ফাঁসাতে এই চক্রান্ত।

# আবারো সন্ত্রাসের ভয়াল ছবি দিনহাটায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৪ জুন ঃ এ যেন একশন মুভি। চারিদিকে বোমার ধোঁয়া, ব্যাপক ভাঙচুর আর সাথে গুলি এ যেন এখন নিত্যদিনের সঙ্গী কোচবিহার জেলার দিনহাটা এক ও দুই নম্বর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে। গত বিধানসভা ভোটের আগে এবং ভোট পরবর্তী হিংসার ভয়াল রূপ দেখেছিল কোচবিহারের সাধারণ মানুষ দিনহাটার বিভিন্ন অঞ্চলে। এরপর পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করেছে বিরোধীরা। যদিও এরই মাঝে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পায় দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। অপরপক্ষে দিনহাটার ভেটাগুড়িতে বাড়ি কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নয় দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা। যদিও বারবার তা নিয়ে দোষ পাল্টা দোষারোপের পালা চলতে থাকে রাজনৈতিক মহলে। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন তারপরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই মূলতঃ দিনহাটা দু নম্বর ব্লক তার সাথে দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের বারংবার বোমা - বন্দুকের অ্যাকশন ছবি দেখছে সাধারণ মানুষ। এবার দিনহাটায় বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থীর বাড়ির সামনে থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য কারিশাল এলাকায়। শনিবার সকালে দিনহাটার পুঁটিমারী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ ২৫১ নম্বর বুথে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আসাদুল মিয়ার বাড়ির সামনে একটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখে তারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর দেওয়া হয়েছে দিনহাটা থানায়। বাম - কংগ্রেস জোট প্রার্থীর অভিযোগ রাতের অন্ধকারে বিরোধীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। দিনহাটা থানার পুলিশ বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি দিনহাটা এক নম্বর ব্লকে নির্দল প্রার্থী ও কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুঁটিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা বালাকুড়া এলাকার ৭২৪২ নং বুথের নির্দল প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর ও গুলি চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। অভিযোগ গতকাল রাত বেশ কিছু দুস্কৃতী এসে আমাদের নির্দল প্রার্থী ও কর্মীর ৫৬ টি বাড়িতে ভাঙচুর করে এবং কয়েক রাউন্ড গুলি করে। এই প্রসঙ্গে নির্দল প্রার্থীর ছেলে জহিরুল হক বলেন - আমার মা শাসক দলের বিরুদ্ধে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করেছে। এবং কয়েক রাউন্ড গুলি শূন্য চালায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দিনহাটা থানার পুলিশ আতঙ্কে এলাকার সাধারণ মানুষ উদ্ধার হয়েছে গুলির খোল। যদিও এই সমস্ত ঘটনা আমল দিতে নারাজ শাসক দল। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা জেলার প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন - বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে। তারা রাতের অন্ধকারে বাইক বাহিনী নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর - বোমাবাজি করছে আর দোষ দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর। এ সমস্ত ঘটনা তাদের সাজানো। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যে দিনহাটার বেশ

কিছু অঞ্চল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের ভোটে পুনরায় জয়ী হবে। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের উন্নয়ন করে ধ্বংস নয় এই সমস্ত কিছুই বিরোধীদের চক্রান্ত। যদিও এই সমস্ত ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন - কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসার কথা শুনেই তৃণমূল - কংগ্রেস চোখে সরষে ফুল দেখছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে না পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। সে কারণেই নির্দল প্রার্থী বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থীদের বাড়ি গিয়ে ভাঙচুর বোমাবাজি গুলি চালিয়ে হয় ভীতি প্রদর্শন করছেন। তারা এখন নিজের ছায়া কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ তারা জানেন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি স্বচ্ছ ভাবে ভোট হয় তাহলে তাদের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। অজয় রায় আরো বলেন - পুরো দিনহাটা জুড়ে বাইরে থেকে ভাড়া করে দুস্কৃতি নিয়ে এসে অ্যাকশন ছবি দেখাচ্ছে তৃণমূলের দুস্কৃতকারীরা। আমরা মানুষের কাছে দাবী জানাচ্ছি আপনারা একজোট হয়ে ভোট দিয়ে এই অপদার্থ তৃণমূল কংগ্রেসকে মাটিতে পুঁতে দিন। বারবার কেন সন্ত্রাস দিনহাটায় ? এত বন্দুক - বোম এলো কোথা থেকে ? পুলিশ প্রশাসনের কাছে কি কোন খবরই নেই নাকি সবকিছু জানার পরেও বোবা হয়ে রয়েছেন তারা এ প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে গতিতে সন্ত্রাসের ছবি দিনহাটায় দেখা যাচ্ছে তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কতটা স্বচ্ছ ভাবে তাদের ভোটদান প্রয়োগ করতে পারবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ?

# মৃত সুধীর নাগাসিয়ার বাড়িতে গেলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ নকশালবাড়িতে সুধীর নাগাসিয়া নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করা হয়। শনিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি আনন্দময় বর্মন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। শনিবার দুপুরে নকশালবাড়ির মুড়িবস্তি এলাকায় মৃত সুধীরের বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী-র সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। জানা যায়, তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ও তার একটি চার বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। এদিন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন। একইসাথে সুধীরের স্ত্রীকে যাতে একটি সরকারি চাকরি দেওয়া হয় তারও দাবি রাখেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি এলাকায় রেল লাইনের ধার থেকে সুধীরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে তাকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

# ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি শক্তিগড়ে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ শনিবার বিকাল ৫ঃ৩০ নাগাদ শক্তিগড় স্টেশনে আমড়ার কেবিনের কাছে ডাউন মেন লাইনের ওভারহেড এর তার ছিঁড়ে বিপত্তি। এর ফলে আপ হাওড়া - নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি কে শক্তিগড় স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতার তার বাগানোর কাজ চলে যাতে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। রেল সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেল সাড়ে ৫ টা নাগাদ মেন লাইনে একটি লোকাল ট্রেন যাওয়ার সময় ওভারহেড এর তার ছিঁড়ে পড়ে। ছেঁড়া তার পাশের লাইনেও চলে আসে। সেই সময় আপ লাইন দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস আসছিল। যাতে কোন দুর্ঘটনা বা যান্ত্রিক গোলযোগ সৃষ্টি না হয় তার জন্য শক্তিগড় স্টেশনেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় দিল্লিগামি রাজধানী কে। যদিও দ্রুত লাইনের উপর থেকে ছেঁড়া তার সরিয়ে ফেলেন রেলের ইলেট্রিক্যাল অফিসারেরা। এরপরই আপ লাইন দিয়ে রাজধানীকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়। রেল সূত্রে জানা গেছে, ওভারহেড এর তার ছেঁড়ার কারণে প্রায় ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে হয় হাওড়া - দিল্লি রাজধানী কে। জানা গেছে, মেন লাইনে ওভারহেড এর কাজের জন্য সাময়িক ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

# দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জামালপুরে প্রচার ব্লক সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ জোরকদমে চলছে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আবুইঝাটি অঞ্চলের ৯২ নং বুথে প্রচারে যান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। গোপালপুর গ্রামে পঞ্চায়েতে ঝর্না দাস, রিতা রায়, পঞ্চায়েত সমিতি তে অরজিত মিস্ত্রি ও জেলা পরিষদে মিঠু মাঝির সমর্থনে প্রচার করেন তিনি। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রথমে একটি কর্মী সভা করেন তারপর প্রার্থী ও কর্মীদের সাথে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার সরেন তিনি। বিগত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে

গ্রাম বাংলার যে উন্নয়ন করেছেন এবং যে সমস্ত পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন সেগুলো তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা মানুষ পেয়েছে তাতে করে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ দুহাত ভরে তৃণমূলকে আশীর্বাদ করবে। নিজের হাতে প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়ালও লেখেন মেহেমুদ খান। উল্লেখ্য, জামালপুর ব্লকে মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে বিগত কয়েক বছরে। বাম আমলে তীব্র প্রতিবাদী ও লড়াকু তৃণমূল নেতা থেকে বর্তমানে জনদরদী নেতা হিসাবে তিনি এলাকায় জনপ্রিয়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার নেতৃত্বে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি আসনেই তৃণমূল জিতবে বলেই আশাবাদী ব্লকের তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা।

# ভাতারে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ দলের কাছে টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের নিত্যানন্দপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলী সামন্ত। শনিবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন ভাতার বাজারে একটি লজে দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে সভার আয়োজন করে কংগ্রেস। এই সভায় ছিলেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। তিনি কাকলী সামন্তর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন। পাশাপাশি এদিন ভাতারের বিভিন্ন অঞ্চলের আড়াইশো জন তৃণমূল কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেন। সভায় ছিলেন কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা নেতা জগদীশ দত্ত, কংগ্রেসের ভাতার ব্লকের আহ্বায়ক টুটু মুন্সি সহ বিভিন্ন ব্লকের নেতৃত্ব। প্রদীপ ভট্টাচার্য্য কর্মীদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেন, শাসকদলের সন্ত্রাস রুখতে গ্রামে গ্রামে শান্তিবাহিনী গঠন করুন।

# দুটি বাসের সংঘর্ষে আহত ১২

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ জুন ঃ আসানসোলের জামুড়িয়া থানার বোগড়া কালী মন্দিরের কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মিনিবাসের পেছনে ধাক্কা মারল অন্য আরেকটি মিনিবাস। এই সংঘর্ষের ঘটনায় দুটি মিনিবাসের ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন মহিলা। আহতদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ দুটি বাসকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে জামুড়িয়া ট্রাফিক গার্ড পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এই ঘটনায় জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ বাস দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এরপর ওই এলাকায় গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উত্তর মধ্য রেলপথ

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ

সিনিয়ার ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ট্র্যাকশান ডিস্ট্রিবিউশান) উ.ম. রেলপথ, ঝাঁসি, ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে সিল্ড ওপেন টেন্ডার অনলাইনের(ই- টেন্ডারিং) মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছে নিম্নলিখিত কাজ গুলির জন্য

| ই-টেন্ডার নং. | জে এইচ এস-টিডি-টেন্ডার-২০২৩-০৮আর |
|---|---|
| কাজের বর্ণনাঃ ও এইচ ই পুনর্নির্মাণের কাজ এবং এটি সাপ্ল্যাইয়ের কাজ ইন্টারলকিং ১২ এল সি গেট নং এস-৩৭, এস-৪৩, এস-৫০ এবং এস-৮১ (কে আই ডি-বি জেড এম), ৩৯০, ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮১, ৪৯১, ৪৯৬ এবং ৫০২ (ভি জি এল জে-এম কে পি) টি ভি ইউ বেশি ২০০০০, ভি জি এল জে - এম কে পি এবং কে আই ডি - বি জেড এম, ঝাঁসি ডিভিশনে। | |
| আনুমানিক দর(টাকা)ঃ ৮০৭১৯৫৪.৪৪ টাকা | অস্তিম মূল্য / বিড সিকিউরিটি মূল্য(টাকা)ঃ ১৬১৪০০.০০ টাকা |
| টেন্ডার জমা বন্ধ হওয়ার অন্তিম তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৩ দুপুর ৩ টে | |
| কাজ পূরণের সময়আবেদন গ্রহণের পত্র গ্রহণের পর ঃ ০৯ মাস | |

টেন্ডার অনলাইনে গ্রহণ করা হবে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত ১৮.০৭.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত।
বিস্তারিত তথ্য এবং টেন্ডার জমা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in

996/23 (ADM)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

# বাঁকুড়ায় নাকা চেকিং

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে পুলিশি তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে জেলা পুলিশ। এই তল্লাশি পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত চলানো হবে বলে জানা গেছে।

সেতুর কাজ

**ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৬৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ** ২২-০৬-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৩-এপি-I-২০২৩। কাজের নামঃ** ধূপগুড়ি-কলাইগাঁওর মধ্যের ৬৮/৯-৬৯/০ কিলোমিটারে সেতু নং. ৭৯/এ এলএইচএস-আরইউবি, পুণ্ডিবাড়ি-নিউ কোচবিহারের মধ্যের ১১৭/৪-৫ কিলোমিটারে সেতু নং. ১২৫/এ এলএইচএস-আরইউবি, রাণীনগর জলপাইগুড়ি জংশন-জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যের ৩২/৩-৪ কিলোমিটারে সেতু নং. ৩২/এ (এন/এন ১৬) এলএইচএস-আরইউবি, জলপাইগুড়ি রোড-নিউ দোমোহিনীর মধ্যের ৩৪/৮-৯ কিলোমিটারে সেতু নং. ৩৬/এ এলএইচএস-আরইউবি, জলপাইগুড়ি রোড-নিউ দোমোহিনীর মধ্যের ৩৬/১-২ কিলোমিটারে সেতু নং. ৩৯-এ এলএইচএস আরইউবি, স্পান ১× ৪.৫০ মিটার, বেটগারা-আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫১/৯-৫২/০ কিলোমিটারে সেতু নং. ৩৯-এ এলএইচএস-আরইউবি স্পান ১×৪.৫০ মিটার, বেটগারা-আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫১/৯-৫২/০ কিলোমিটারে সেতু নং. ৫৮এ এলএইচএস-আরইউবি স্পান ১×৪.৫০ মিটার, বেটগারা-আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫৫/৬-৭ কিলোমিটারে সেতু নং.৫৯/এ-এলএইচএস আরইউবি, বেটগারা আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫৬/৬-৭ কিলোমিটারে সেতু নং. ৬০/এ এলএইচএস-আরইউবি, বেটগারা-আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫৭/৪-৫ কিলোমিটারে সেতু নং. ৬১-এ (এনএন/৩০) এলএইচএস-আরইউবি স্পান১ × ৫.০০ মিটার, আল্টাগ্রাম-ধূপগুড়ির মধ্যের ৫৯/৩-৪ কিলোমিটারে সেতু নং. ৬২/এ (এনএন/৩১) এলএইচএস-আরইউবি, নিউ বানেশ্বর-নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যের ১৩৫/২-৩ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৪১/এ এলএইচএস-আরইউবি, নিউ বানেশ্বর-নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যের ১৩৯/৭-৮ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৪৭/এ (এনএন/৮৪) এ বর্ষার মৌসমে মুখ্যতঃ নিম্ন স্তরের কাছা কাছি এলাকায় জমা হওয়া জলের নিষ্কাষণের জন্যে পাম্পিংঙের ব্যবস্থা করা (সর্বমোট ১২ টি এলএইচএস/আরইউবি, প্রত্যেক টি সেতুর জন্যে ১৫০ দিন)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪২,২৯,৬৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৪,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৭ অব ২০২৩, তারিখঃ ২২-০৬-২০২৩।** নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

**টেন্ডার নং.ঃ** জিএইচওয়াই-১৫-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থানঃ** (জোন নং. ৬) গুয়াহাটিতে ঃ এসএসই/ডব্লিউ/গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রের অধীনে কালীবাড়ি, ট্রাফিক, মডেল, অফিসার্স, উজান বাজার, বারোয়ারি কলোনিতে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ নালা, রাস্তা, জল সরবরাহের কাজ ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৪৯,৩৬,৯০৬.৭৯ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২,৭৪,৭০০.০০ টাকা।

**টেন্ডার নং.ঃ** জিএইচওয়াই-১৬-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থানঃ** (জোন নং. ৭) এনজিসি-তে ঃ এসএসই/ডব্লিউ/এনজিসি অধিক্ষেত্রের অধীনে বিজি কলোনি,এমজি কলোনি, নারেঙ্গি স্টেশন কলোনি ইত্যাদির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামতি ও রক্ষণাবে

# ২ ম্যাচে ১১ উইকেট! লঙ্কা স্পিনারের ঝাঁঝে পুড়বে বিশ্বকাপ?

**বুলায়ো, ২৪ জুনঃ** দুরন্ত ফর্মে শ্রীলঙ্কার তারকা স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। জিম্বাবোয়েতে চলেছে আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। বছর শেষে ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন হাসারাঙ্গারা। এখনও পর্যন্ত দুটি ম্যাচে খেলে ১১টি উইকেট তুলে নিয়েছেন। ওমানের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নেন। আবার প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ঝুলিতে পোরেন ৬ উইকেট। আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ২৩ রানও করেন। গতবছর এশিয়া কাপে দারুণ ফর্মে ছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে শ্রীলঙ্কাকে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে তাঁর বড় অবদান ছিল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আইপিএলে একেবারেই নিস্প্রভ ছিলেন। তবে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াতেই বিপক্ষ দলের মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসের ওডিআই বিশ্বকাপে হাসারাঙ্গায় বিপদ দেখছে ক্রিকেট বিশ্ব। ভারত ও শ্রীলঙ্কার কন্ডিশনে অনেক মিল। তাছাড়া ভারতের মাটিতে হাসারাঙ্গার খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেন। এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন। তবে বিশ্বকাপ পর্যন্ত ঠিক একইভাবে বিধ্বংসী ফর্ম বজায় রাখতে পারেন। শ্রীলঙ্কার এই স্পিন অলরাউন্ডার জাতীয় দলের হয়ে ৪৩টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ৫৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর নামে। শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল শ্রীলঙ্কার। ধারে ভারে শক্তিশালী শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে ওমানকে। প্রথম ব্যাটিং করে ৩০.২ ওভারে ৯৮ রানে গুটিয়ে যায় ওমান। পাঁচ খানা উইকেট একাই নেন হাসারাঙ্গা। স্বল্প রান তাড়া করতে বেগ পেতে হয়নি লঙ্কা দলকে। পাথুম নিশঙ্ক এবং দিমুথ করুণারত্নে ওপেনিং জুটি হাসতে হাসতে লঙ্কা টিমকে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও আইসিসির প্রথম সারির ক্রিকেট টিম শ্রীলঙ্কা ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। একইভাবে কোয়ালিফায়ার খেলে ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে নেমেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

# সরফরাজ নেই কেন?

## ক্ষোভ উগরে দিলেন গাভাসকর

**মুম্বই, ২৪ জুনঃ** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজের জন্য শুক্রবার ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারের পর প্রবল সমালোচনার পরও ভরসা রাখা হয়েছে রোহিত শর্মার উপর। বাদ পড়েছেন চেতেশ্বর পূজারা ও উমেশ যাদব। তবে টেস্ট স্কোয়াডে কয়েকটি নতুন মুখেরও প্রবেশ ঘটেছে। আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকা যশস্বী জয়সওয়াল ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে প্রথম বার টেস্ট দলে সামিল করা হয়েছে। টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য এ বারও ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ক্যারিবিয়ান সফরে জায়গা হয়নি সরফরাজ খানের। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের ফুলঝুরি ছোটানো সরফরাজ ডাক না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন, ''বন্ধ করে দাও রঞ্জি ট্রফি। বলে দাও এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।'' গাভাসকরের বক্তব্য, যদি আইপিএলের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে টেস্ট দলের নির্বাচন করা হয় তাহলে রঞ্জি ট্রফি খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এক সাক্ষাৎকারে সানি বলেছেন, ''সরফরাজ খান গত তিনটে মরসুমে ১০০ গড়ে রান করেছেন। টেস্ট দলের হয়ে জায়গা পেতে তাঁর আর কী করা উচিত? আমি ধরে নিলাম ওকে প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়া হত না। কিন্তু আগে তো স্কোয়াডে রাখ।'' তিনি

আরও বলেন, ''সরফরাজকে বলা উচিত যে ওর পারফরম্যান্সের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। নয়তো রঞ্জি ট্রফি খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। স্পষ্ট বলে দিক যে এর কোনও মূল্য নেই। শুধুমাত্র আইপিএল খেলে আপনি মনে করছেন লাল বলের ক্রিকেটেও খেলতে পারবেন?'' ২৫ বছরের সরফরাজ খান এখনও পর্যন্ত ৩৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৩৫০৫ রান করেছেন। রয়েছে ১৩টি শতরান ও ৯টি অর্ধশতরান। সর্বাধিক রান ৩০১। গড় ৮০-র আশেপাশে। ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও ক্যারিবিয়ান সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সরফরাজ গ্রাহ্য হলেন না। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় যদি টি-২০ পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে টেস্ট দলে জায়গা পেতে পারেন তাহলে সরফরাজ কেন নয়? সোশ্যাল মিডিয়াতেও উঠছে প্রশ্ন। গাভাসকর আরও বলেছেন, ''শুধুমাত্র পূজারাকেই কেন বলির পাঁঠা করা হল। পূজারা এমন কী ভুল করলেন যা অন্য ক্রিকেটাররা করেননি। শুধুমাত্র ওকেই কেন ফল ভুগতে হল। পূজারার বিশাল সংখ্যক ফলোয়ার্স নেই যাঁরা তাঁর বাদ পড়া নিয়ে স্লোগান তুলবেন। দল থেকে বাদ পড়ার কারণ যদি সেটাই হয় তাহলে সবার ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।'' সানি আরও বলেন, ''যদি নির্বাচকরা নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে চাইছেন তাহলে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত ছিল। বছর শেষে ওডিআই বিশ্বকাপ, অথচ দলের সবাই লাগাতার ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন। আইসিসি টুর্নামেন্টে তরতাজা রাখতে সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত।''

# ৩২ দলের প্রথম ক্লাব বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রে

**জুরিখ, ২৪ জুনঃ** ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এর আগে আরেকটি বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৫ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজক স্বত্ব দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। আর এই আসরেই প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ ৩২টি ক্লাব অংশ নেবে। গতকাল ফিফার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপের মাধ্যমে টানা তিন বছর ফুটবলের বড় তিনটি আসর আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ও ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপের আগে আগামী বছর কোপা আমেরিকা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে। ফিফা ক্লাব পর্যায়ের বিশ্বকাপ চালু করে ২০০০ সালে। তবে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রত্যাশিত মাত্রার সাফল্য না পাওয়ায় এর কাঠামো বদলে ফেলার চিন্তাভাবনা চলছিল কয়েক বছর ধরে। গত ফেব্রুয়ারিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২০২৫ সাল থেকে ক্লাব বিশ্বকাপে ৩২টি দল অংশ নেবে। এর মধ্যে ইউরোপ থেকে ১২টি, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি, আফ্রিকা, এশিয়া ও উত্তর-মধ্য আমেরিকা থেকে ৪টি করে ক্লাব থাকবে। বাকি দুটির একটি ওশেনিয়া মহাদেশের, আরেকটি আয়োজক দেশের। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সময়ের মধ্যে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় যারা মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাদের ২০২৫ আসরে জায়গা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই মানদণ্ডে ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপের টিকিট কাটা হয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, পালমেইরাস, ফ্ল্যামেঙ্গো, মন্তেরি (মেক্সিকো), লিওন (মেক্সিকো), আল আহলি (মিসর), ওয়াইদাদ কাসাব্লাঙ্কা (মরক্কো), উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস (জাপান) ও আল হিলালের (সৌদি আরব)। বাকি দলগুলো ২০২৪ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ও র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপর নির্ভর করে চূড়ান্ত হবে। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে মরক্কোয় হওয়া সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৬ মহাদেশ চ্যাম্পিয়নসহ ৭টি দল। চলতি বছরের শেষ দিকে সৌদি আরবেও সমানসংখ্যক দল অংশ নেবে।

# ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের লড়াইয়ে থাকছে না সৌদি!

**জুরিখ, ২৪ জুনঃ** বিশ্ব ফুটবলে মাথা তুলছে সৌদি আরব। নামিদামী ফুটবলাররা সেদেশের লিগে নাম লেখাচ্ছেন। ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনে সামনের সারিতে ছিল সৌদি। কিন্তু হঠাৎ শোনা যাচ্ছে, ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজক হওয়ার দৌড়ে থাকছে না সৌদি আরব। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২০৩০ সালের বিশ্বকাপের আয়োজনের জন্য বিড করবে না সৌদি। স্প্যানিশ সাংবাদিক হোসে ফেলিক্স দিয়াজ এই দাবি করেছেন। মিশর ও গ্রিসের সঙ্গে সহ আয়োজক হিসেবে থাকার কথা ছিল সৌদি আরবের। তবে সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসছে দেশটি। যুগ্মভাবে ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য ঝাঁপানোর

আগেই মিশর সরে এসেছিল। এ বার সৌদিও একই দলে নাম লিখিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌদি আরব মনে করছে, ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ইউরোপে হওয়া উচিত। গতবছরই সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী সলমান আল সাউদ কথা দিয়েছিলেন যে, বিশ্বকাপের জন্য গ্রিসের স্টেডিয়ামগুলি নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের ৭৫ শতাংশ ম্যাচ সৌদিতে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, করিম বেঞ্জেমার মতো নামি ফুটবলারদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে ক্লাব ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত করেছে সৌদি আরব। ইউরোপের লিগ ছেড়ে ফুটবলারদের আগ্রহ বাড়ছে সৌদির লিগ নিয়ে। মনে করা হচ্ছিল, এসবই ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের আগে বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে লক্ষ্য থেকে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। সৌদি পিছিয়ে আসায় যুগ্মভাবে ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে গেল স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো। অনেকদিন ধরেই ইউরোপের বাইরে বিশ্বকাপ আয়োজন হচ্ছে। তেমনটা হলে ইউরোপে ফিরতে পারে বিশ্বকাপ। এছাড়া আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে ও চিলি-দক্ষিণ আমেরিকার এই চারটি দেশও বিশ্বকাপের আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে।

# এশিয়া সেরাদের বিরুদ্ধে ৪ গোল ভারতের

## ম্যাচ শেষে স্টেডিয়ামও সাফাই করল দেশের ছোটরা!

**ব্যাঙ্কক, ২৪ জুনঃ** মরণকামড় দিতে না পারলেও ফোঁস করতে দোষ কোথায়? অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের পরবর্তী ধাপে পা রাখতে হলে শুক্রবারের ম্যাচ জিততেই হত ভারতকে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল জাপান। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে পারেনি দেশের ছোটরা। এশিয়া সেরাদের বিরুদ্ধে ৮ গোল হজম করেছে ভারত। কিন্তু শুক্রবারের ম্যাচে শক্তিশালী জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াই দিয়েছে অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দল। পাল্টা লড়াইয়ে জাপানের গোলে তিন বার বল জড়িয়েছে ব্লু টাইগার্স। ৪-৮ ব্যবধানে হারলেও ভারতীয় দলের এই লড়াকু মনোভাব দেখে উচ্ছ্বসিত ফুটবল জগত। ম্যাচে তো বটেই, ম্যাচের পরও নজর কেড়েছে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। ম্যাচ শেষে ব্যাঙ্ককের রাজামঙ্গলা

স্টেডিয়াম সাফাইয়ে হাত লাগিয়েছিল তারা। ভারতীয়দের দেখে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগায় জাপানের ফুটবলাররাও। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হয় ভারতের। দ্বিতীয় ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে হার। তাই জাপানের বিরুদ্ধে শুক্রবারের ম্যাচটি ছিল ডু অর ডাই। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। ম্যাচের শুরু থেকে সেটাই ধরা পড়ল। ব্যাঙ্ককের রাজামঙ্গলা স্টেডিয়ামের প্রথমার্ধে তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল জাপান। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ প্রত্যাবর্তন দেখা গিয়েছে ভারতের। পিছিয়ে পড়া অবস্থায় জাপানের জালে চার বার বল জড়িয়েছে ভারতের ছোটরা। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে আরও পাঁচটি গোল হজম করতে হয়েছে তাদেরকে। দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রি কিক থেকে ভারতের হয়ে প্রথম গোল করে মুকুল পানওয়ার। ম্যাচের ৬১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ড্যানি মিতেই। ৭৩ মিনিটে আরও একটি গোল করেন তিনি। এরপর একটি আত্মঘাতী গোল হজম করেছে জাপান। একটা সময় ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ৫-৪। শেষমেশ ৪-৮ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত।

# বাগানের টার্গেটে এবার সাহাল!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ** একদিন আগেই ভারতীয় ফুটবলের আপাতত সবচেয়ে বড় ট্রান্সফারটা করে দেখিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। চেন্নাই থেকে বিশাল টাকার বিনিময়ে অনিরুদ্ধ থাপাকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়েছে তারা। তিন কোটি ট্রান্সফার ফি এবং তিন কোটি দাম দিয়ে নিজেদের কোমরের জোর দেখিয়েছে মোহনবাগান। কিন্তু এখানেই থেমে থাকতে রাজি নয় সবুজ মেরুন ম্যানেজমেন্ট। মোহনবাগানের সঞ্জীব গোয়েঙ্কা কথা দিয়েছিলেন এবার গতবারের থেকেও শক্তিশালী দল হবে এশিয়া সেরা হওয়ার টার্গেট মাথায় রেখে। শোনা যাচ্ছে এবার সাহাল আব্দুল সামাদকে টার্গেট করেছে মোহনবাগান। সাহাল এই মুহূর্তে ভারতের মাঝ মাঠের অন্যতম সেরা ফুটবলার। থাপা যেমন ডিফেন্স আর আক্রমণের মাঝখানে ব্যালেন্স বজায় রাখেন, সেখানে সাহাল প্রধান আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার এবং প্রয়োজনে সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে পারেন।

# 'এমবাপে-নেইমারকেও এসব সহ্য করতে হয়েছে'

## পিএসজিতে বিরূপ অভিজ্ঞতা নিয়ে বললেন মেসি

পিএসজিতে কি রাজসিকভাবেই না বরণ করে নেওয়া হয়েছিল লিওনেল মেসিকে! সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের জোয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই সমর্থকদের একটি অংশই শেষ দিকে ক্রমাগত দুয়ো দিয়ে গেছেন মেসিকে। ওই তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার মুখ খুললেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। পিএসজিতে অন্য বড় তারকাদেরও যে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেসবও তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

বার্সেলোনায় বর্ণাঢ্য সময় কাটিয়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। বার্সেলোনা ছাড়ার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু আর্থিক জটিলতায় শেষ পর্যন্ত ক্লাব ছাড়ার মতো পরিস্থিতিই তৈরি হয়। শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো করে পিএসজিতে যোগ দেন তিনি। সেই ছোট্টবেলা থেকে বার্সেলোনায় বেড়ে ওঠা মেসি নতুন ক্লাবে ও নতুন শহরে গিয়ে শুরুতে মানিয়ে নিতে ভোগান্তির কথা বলেছেন নানা সময়েই। এবার বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও আরেকবার তুলে ধরলেন তার ও পরিবারের সেই দুঃসহ সময়ের কথা। ''প্যারিসে আমার জীবন শুরু হয়েছিল মানিয়ে নেওয়ার কঠিন লড়াই দিয়ে। যতটা ধারণা করেছিলাম, তার চেয়েও বেশি। যদিও ড্রেসিং রুমে আরও চেনাজানা মুখ ছিল। তবে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন ছিল। হঠাৎ পরিবর্তন, অনেক দেরিতে ক্লাবে যোগ দেওয়া, প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি পর্বে না থাকা, নতুন ক্লাবে মানিয়ে নেওয়া, নতুন সতীর্থ ও খেলার নতুন ধরন, নতুন শহর আমার ও আমার পরিবারের জন্য এসব সহজ ছিল না।'' পিএসজিতে দুই মরসুমে ৩২টি গোল করেছেন মেসি, গোলে সহায়তা করেছেন ৩৫টি। দুই মরসুমেই লিগ শিরোপা জিতেছে তার ক্লাব, একবার জিতেছে ফ্রেঞ্চ

সুপার কাপ। তবে সমর্থকদের অনেকে তার পারফরম্যান্সে খুশি হতে পারেননি। কারণ মূল লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, যেখানে দুই মরসুমেই শেষ ষোলো থেকে ছিটকে যায় পিএসজি। মেসিও ছিলেন ভীষণ মলিন। সমর্থকদের একটি অংশ এটি ভালোভাবে নিতে পারেননি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ক্লাবে ফেরার পরও শেষ দিকে ম্যাচের পর ম্যাচে কটুক্তি করা হয়েছে মেসিকে। কিছুদিন আগে ক্লাবের অনুমতি ছাড়া সৌদি আরবে ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার পর প্যারিসে সমর্থক ও সংবাদমাধ্যমের প্রবল সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় মেসিকে ঘিরে। তাকে নিষেধাজ্ঞাও দেয় ক্লাব। প্যারিসের ক্লাবটিতে দুই বছর থেকে ইউরোপিয়ান ফুটবলে অধ্যায় চুকিয়ে মেসি সম্প্রতি নাম লিখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। পেছন ফিরে তাকিয়ে পিএসজিতে নিজের শুরু আর শেষের সময়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন তিনি। ''আমাকে খুব ভালোভাবেই স্বাগত জানানো হয়েছিল। পরে লোকে আমাকে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করল, প্যারিস সমর্থকদের একটি অংশ ভিন্ন চোখে দেখতে শুরু করল। সমর্থকদের একটি বড় অংশের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরল। যদিও এরকম কিছুর ইচ্ছে আমার ছিল না। এসবের কাছাকাছি কিছুও আশা করিনি। তবে এরকমই হয়ে গেছে। আমার আগে এমবাপে ও নেইমারকেও এসব সহ্য করতে হয়েছে এবং আমি বুঝতে পেরেছি, তাদের (ওই সমর্থকদের) ধরনই এরকম।'' জীবনের পথচলায় শনিবার ৩৬ বছর পূর্ণ করা মেসি এখন এই অধ্যায় পেছনে ফেলে তাকিয়ে আছেন সামনে। ''আমাকে যারা সম্মান করেছেন, তাদেরকে মনে রাখব। এখানে আসার পর শুরুর দিন থেকেই আমি সবাইকে সম্মান করেছি। ব্যস, এটুকুই। ছোট্ট একটি কাহিনী এটি।'' নতুন ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসির অভিষেক হতে পারে আগামী ২১ জুলাই।

## অবশেষে মত বদল বোর্ডের

# এশিয়ান গেমসে অভিষেকের পথে ভারতীয় ক্রিকেট টিম

**হাংঝাও, ২৪ জুনঃ** শুনুন শুনুন ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য সুখবর। এ যেন ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বলার মতোই খবর! কারণ, চলতি বছরের বাকি কয়েকটা মাসে ফের বিনোদনে ঠাসা ক্রিকেট ইভেন্ট রয়েছে। এ বছর ভারতের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে হবে এশিয়া কাপ। এ বার তাতে যোগ হল এশিয়ান গেমস। চিনের হাংঝাওতে বসছে ১৯তম এশিয়ান গেমসের আসর। এ বারের এশিয়ান গেমসে ফিরেছে ক্রিকেট। এতদিন শোনা যাচ্ছিল এ বারের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে অংশ নেবে না ভারত। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে, এশিয়ান গেমসে পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল পাঠাতে তৈরি বিসিসিআই। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস শুরু হবে। শেষ হওয়ার কথা ৮ অক্টোবর। আইসিসিকে বিসিসিআইয়ের পাঠানো খসড়া সূচি অনুযায়ী ৫ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর অবধি ওডিআই বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে কীভাবে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, আসন্ন এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে ভারতীয় দল পাঠাতে রাজি হয়েছে বিসিসিআই। কিন্তু ওই সময় দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ থাকায় বেশিরভাগ সিনিয়র ক্রিকেটাররা তাতে ব্যস্ত থাকবেন। তাই বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে পুরুষ ক্রিকেট দল হিসেবে ভারতীয় 'বি' টিম পাঠানো হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এশিয়ান গেমসে ভারতের 'এ'

টিমই পাঠানো হবে। এই প্রথম বার এশিয়ান গেমসে খেলতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। ২০২২ সালে বার্মিংহ্যামে কমনওয়েলথ গেমসে খেলেছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। আইসিসি ২০২৮ সালের অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে দেখা যাবে না ক্রিকেট। তবে সবকিছু ঠিক ঠাক থাকলে ২০২৮ সালে না হোক, তার পরের বারের অলিম্পিকে অর্থা ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিকে ক্রিকেট দেখা যেতে পারে। আর তার জন্যই হয়তো এশিয়ান গেমসে দল পাঠানোর পদক্ষেপ নিল বিসিসিআই। এর আগে ২০১০ ও ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড ওই এশিয়ান গেমসের ওই দুই সংস্করণে দল পাঠায়নি। ২০১৮ সালে শেষ বার এশিয়ান গেমস হয়েছিল। কিন্তু সে বার ক্রিকেট বাদ দিয়েই এশিয়ান গেমস হয়েছিল। ২০২২ সালে ১৯তম এশিয়ান গেমস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে গত বছর এশিয়ান গেমস আয়োজন করা যায়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501